পতিদান ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র
বিরচিত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
অপার চিৎপুর রোড ৩০৯ নং ভবনে কৃষ্ণপ্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

দাদা মহাশয়,

আপনি বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম নেতা এবং নিরন্তর স্বতঃ ও পরতঃ বিবিধ বিধানে বঙ্গভাষার হিতসাধনে বিনিযুক্ত। এজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক মাত্রেই আপনার প্রতি অনুরক্ত। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগের তদ্ব্যতীত আরও কারণ আছে। আপনি কৃপা সহকারে আমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন এবং আমিও আপনাকে জ্যেষ্ঠ স্থানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। আমার "পতিদান" ক্ষুদ্র নাটক। কিন্তু আপনার নাম সংযোগে ইহার গৌরব শতগুণে সংবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আর কিছু হউক না হউক, আমার সন্তোষের সীমা থাকিবে না। এই জন্য সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভবদীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি।

১৯ নং হুজুরীমলের গলি, কলিকাতা।
সন ১৩০৫ সাল, তারিখ ১৫ই শ্রাবণ।

অনুজাভিমানী
শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

পতিদান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রৈবতক পর্ব্বত—কুঞ্জবন।

কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীর প্রবেশ।

কৃ। কতদিন এই স্থানে করেছি ভ্রমণ—
মন মুগ্ধ নহে কভু এত।
আহা,
কোকিলের কলস্বর এত কি মধুর!
এত সুধা ভ্রমর-গুঞ্জনে!

দেখ প্রিয়ে নিরখিয়া দেখ চারিদিকে
কি সুসাজে শোভিয়াছে বনস্থলী আজি—
এত শোভা কোনও দিন করিনি দর্শন।
আহা কুসুমের এতই সৌরভ!
এত শোভা ফুলের বরণে!
এত স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ!

রু। প্রাণনাথ সকলিত সুন্দর তোমার,
কি সুন্দর দেহের গঠন,
কি মধুর নয়ন-ভঙ্গিমা,
কত চারু হসিত অধর,
স্মিত মুখ অমিয়ার রাশি,
প্রেমময় হৃদয় তোমার,
শোভার ভাণ্ডার তুমি আনন্দের মূল,
নিরখিয়া তোমারে প্রাণেশ,
কেন না হইবে সুখী এ পর্ব্বত-ভূমি?

কৃ। না, না, প্রিয়ে
কতবার এসেছিত এই উপবনে,
এই পর্ব্বতের ভূমি,
দেখিয়াছি এই বনস্থলী,
এত শোভা কভু নাহি দেখি,
এত সুখে উছলিত হয়নি হৃদয়।
বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, তোমারে দেখিয়া,
জ্যোছনা দেখিয়া প্রিয়ে ধরণী যেমন,
ধরেছে মধুর বেশ বনস্থলী আজি।

রু। এত দয়া এ দাসীর প্রতি;
হায় নাথ বড় ব্যথা মরমে রহিল,
কিবা দিব প্রতিদান তার ?
চাতকী ডাকিলে প্রভু কাতরে জলদে
পিপাসা মিটায়ে তার,
জলদ করেন বারি দান,
প্রতিদান কি দিবে চাতকী ?
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নাথ প্রেম কিবা জানি,
মূর্ত্তিমান প্রেম তুমি হরি,
এ জগতে পিরীতি বিলাও;
আমি প্রভু চিরদাসী তব,
নিজগুণে ভালবাস মোরে।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি,
রুক্মিণী অধিক নাহি যাচে;
কুলের কামিনী, আপনা ভুলিয়া,
তেয়াগিয়া লাজ, না মানি গঞ্জনা,
তব পদে করিয়াছি আত্ম-সমর্পণ,—
ও চরণ বিনা নাথ অন্য নাহি জানি।

কৃ। একি কথা প্রাণেশ্বরি,
নিজ গুণে ভালবাসি তোমা ?
ভালবাসা কিবা তুমি জান না সুন্দরি ?
কিসের কারণে তবে,
পাশরিয়া আপনারে,
করেছিলে মোরে, সতি, আত্ম-সমর্পণ ?

জানিতে কি হৃদয় আমার,
প্রতিদানে ভালবাসা দিব কি না তোমা?
সুন্দর প্রকৃতি তব সখি—
নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন।

রু। প্রণয়ের কিবা জানি আমি?
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরিয়া,
তোমার চিন্তায় উছলয় হিয়া,
সরবস তোমা করিয়াছি দান;
কিন্তু নাথ,
কত তুচ্ছ হৃদয় আমার,
তোমা হতে এত কৃপা পাব,
স্বপনেও ভাবি নাই কভু।
তুমি নাথ দয়ার সাগর—
অনন্ত অসীম প্রেম হৃদয়ে তোমার।

কৃ। তুচ্ছ এই হৃদয় তোমার?
তুচ্ছ কার কাছে?
কৃষ্ণ-হৃদয়ের প্রীতি তব হৃদে সখি,
মহামূল্য হৃদয় তোমার।
স্বার্থ-পূর্ণ আমার প্রণয়;
তব প্রেম জানিনু যখন,
কেন না বাসিব ভাল তোমারে সুন্দরি?
কিন্তু তুমি জানিতে না আগে,
এ হৃদয় পাবে কি না পাবে।
তব প্রেম দেখি,

জগতের লোক সখি শিখিবে প্রণয়।
নিঃস্বার্থে সর্ব্বস্ব দান—
সংসারের সার কথা এই ;
এ কথা ত সবাই জানায়,—
কুসুম সৌরভ মলয়ের বুকে
কেন গো ঢালিয়া দেয় ?
তটিনী কেন বা সোহাগে গলিয়া
সাগরে ঢলিয়া পড়ে ?
কোথা বা তটিনী, কোথা শশধর,
তবে কেন বিনোদিনি,
প্রেমে মত্ত হয়ে নদীর উরসে
থাকেন সদাই তিনি।
পৃথিবীর বুকে কতই আদরে,
দেখনা পর্ব্বত থাকে,
(সেই) পৃথিবী-কম্পনে যায় গুঁড়া হয়ে,
তবুত ছাড়ে না তাকে।

কৃ। এত কৃপা না হইলে কেন
জগন্নাথ নাম তব প্রভু ?
এস নাথ কুঞ্জবনে করি বিচরণ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(রুক্মিণীর গীত)

রাগিনী বেহাগ-খাম্বাজ—তাল একতালা।

লতিকার পর, ফুল বিথারল, মধুকর মৃদু ডাকে।
মধুময় কাল, বসন্ত আওল, নব পল্লব শাখে॥

হরি দরশনে, প্রফুল্লিত মনে, কত শোভা ধরে বন।
জড়ের হৃদয়ে, চেতনার ভাব, কিবা চেয়ে দেখ মন ॥
প্রভু গো তোমারে, কি আর বলিব, পড়ি যা বিষম পাকে।
জনমে জনমে, তব পদে মতি, অধিনীর যেন থাকে ॥

কৃ। কি মধুর সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস
পশিতেছে হৃদয়ে আমার,
সরোবর বুকে ঐ কৌমুদী যেমন,
অথবা বিমর্ষ এই পৃথিবী উপরে
জ্যোছনা মাখান যেন পাপিয়া-কূজন।

রু। (কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া)
কেন নাথ,
ধরণী ত বিমর্ষ সদাই,
ক্লিষ্ট কেন হৃদয় তোমার ?
বল প্রভু, বল বল।

কৃ। হৃদয়ে আমার ক্লেশ !
না, না, প্রিয়ে অসম্ভব ;
তুমি যথা দুঃখ কিসে তথা ?
নূতন সুগন্ধ কিবা পাই ?

(নেপথ্যে নারদের গীত)

দেখরে নয়ন, যুগল মিলন, কিবা রূপ পরকাশ।
ভাবে মত্ত হয়ে, দেখিয়ে দেখিয়ে, পূরা রে মনের আশ ॥

কৃ। কেবা আসে ? দেবর্ষি নারদ।
এস প্রিয়ে বসি এইখানে।

(গীত গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

(গীত—কীর্ত্তনের সুর)

দেখরে নয়ন, যুগল মিলন,
কিবা রূপ পরকাশ।
ভাবে মত্ত হয়ে, দেখিয়ে দেখিয়ে,
পূরা রে মনের আশ॥
(ঐ) শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ, মিশামিশি রূপ,
দেখ গো নয়ন ভরি।
(কিবা) তমালে যেন বা, কনক লতিকা,
জড়ায়ে আদর করি॥
(আহা) জলদের কোলে, দামিনী যেন বা,
ও রূপ দেখ গো সবে।
(আজি) আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পূরাও,
"লক্ষ্মী নারায়ণ" রবে॥
(মরি) কনক চাঁদিনী, যেন বা ঢলেছে,
নীল জলধর গায়।
(যেন) সুন্দর সুশ্যাম কুল প্রবাহিণী,
তটিনী শোভিছে হায়॥
(আহা) মহাদেব কেশে, জাহ্নবী যেন বা,
সে রূপ দেখ গো সবে।
(আজি) আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পূরাও,
"লক্ষ্মী নারায়ণ" রবে॥

। এস এস ঋষি পুণ্যবান,
তব পদার্পণে দেব পবিত্র এ দেশ;
তোমার সাক্ষাৎ লভে যেই,

না। (স্বগতঃ) কত কর্ম্মে এ দাসেরে কর নিয়োজিত,
হৃষীকেশ, তব লীলা জান শুধু তুমি।
কলহে সুফল যদি ফলে,
বাড়ে যদি ধর্ম্মের মহিমা,
জ্ঞানের দৃষ্টান্ত যদি কলহের শেষে,
সে কলহ সহকারী চিরদিন আমি।
যাই তবে সত্যভামা যথা,
রুক্মিণীর প্রতি কৃষ্ণ কত অনুরাগী
প্রকাশি তাঁহার কাছে।

কৃ। দেখ দেখ নারদ সুমতি,
এ পুষ্পের কতই সুষমা ;
শতগুণে শোভিয়াছে রুক্মিণীর কেশে,
চেয়ে দেখ।

রু। কি শোভা দাসীর আছে প্রভু?
জগতের শোভনই ত তুমি,
তুমি যারে সদা কৃপাময়,
তার সম কেবা শোভাবান?

না। হে ভোজনন্দিনি,
তুমিই প্রধানা দেবি,
ষোড়শ সহস্র তব সপত্নীর মাঝে।
সত্যই কৃষ্ণের তুমি প্রিয়তমা নারী ;
আজি তুমি দেখাইলে সতি,
সপত্নীর মাঝে তুমি পতি-আদরিণী
হে সর্ব্বশোভনে,

আমিও জানিনু আজি, রুক্মিণী সুন্দরী
শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পরাণ।
ত্রিলোকের রত্ন-সার-ধন
পারিজাত কৃষ্ণ আজি দিলেন তোমারে,
উপেখিয়া অন্য নারীগণে।
নয়ন সার্থক আজি হইল আমার,—
শত শত পারিজাত নন্দন কাননে
ফুটে নিত্য, দেব দেবী অপ্সরী কিন্নরী
পারিজাত লয়ে সবে সদা খেলা করে—
দেখিয়াছি উর্ব্বশীরে এ ফুলে শোভিত,—
পারিজাত-মূলে,
রম্ভারে দেখেছি নিত্য করিতে বিহার,—
দেখিয়াছি পারিজাত ইন্দ্রাণীর কেশে,
শচী-গলে পারিজাত-মালা,
শচী-দেহে এ ফুলের সাজ,—
কিন্তু প্রভু এত শোভা দেখি নাই কভু।

কৃ। এত শোভা পারিজাত কোথায় পাইবে?
রুক্মিণীর নিরূপম রূপের ছটায়
পারিজাত এত মনোরম।

রু। সত্য ওহে দেবর্ষি নারদ
ভাগ্যবতী আমি,—
কত ভাগ্যবতী দেখ, আপনি শ্রীহরি
পারিজাত ফুলে আজি তুষিলেন মোরে,
উপেক্ষিয়া অন্য নারীগণে।

(কৃষ্ণের প্রতি) এত দয়া, এত প্রেম, এ দাসীর প্রতি,
ভালবাস এতই আমারে।

কৃ। অনন্ত অসীম প্রেম তব—
মোর প্রেম কণা মাত্র তার।

না। বিদায় মাগিছে দাস চরণে তোমার,
চলিলাম জননি এখন।

কৃ। এস তবে।

(নারদের প্রস্থান)

চল প্রিয়ে আমরাও যাই।

রু। যেবা রুচি তব।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—সত্যভামার প্রমোদ উদ্যান

সত্যভামা ও স্থলোচনার প্রবেশ।

স্থ। হেন কথা শুনি নাই কভু,
এতই উজ্জ্বল মণি,
সূর্য্যের কিরণ সম জ্যোতি পরকাশ।

স। সত্য স্থলোচনা,
মিথ্যা কথা কভু নাহি জানি—
সূর্য্য-দত্ত মণি স্যমন্তক,

তেজশালী,—দিনকর সম,
নয়নের অভিরাম কিবা!
শুধু রূপ নহে সুলোচনা,
শুনিবে কি গুণ তার ছিল?
দিনে দিনে অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসবিত,
দুর্ভিক্ষ, রাজ্যের শত্রু, করিত বিনাশ,
যেই দেশে স্যমন্তক থাকে
সর্প-ভয় নাহি রহে তথা;
আধি ব্যাধি অমঙ্গল যত,
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি আদি,
কিছু নাহি রহে সেই দেশে,
সুশীতল শান্তি ছায়া বিরাজে সতত।

সু। এ কি কথা শুনাইলা দেবি,
কখনও কি হেন মণি পাইব দেখিতে?

স। এই স্যমন্তক তরে
হইয়াছে পিতার নিধন;
এরি তরে পুনঃ সখি,
প্রাণনাথে পাইয়াছি আমি।

(নারদের প্রবেশ)

(সসম্ভ্রমে) এস এস দেবর্ষি নারদ,
সুপ্রভাত আজি মম,
তেঁই তব পাই দরশন।
কোথা হতে আগমন হেথা?

না। গিয়াছিনু কৃষ্ণের সকাশে—

না। যাঁর কর্ম্ম করিবেন তিনি,
কেন মোরা ভাবি তার তরে ?

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রৈবতক পর্ব্বত—শ্রীকৃষ্ণের গৃহ

কৃষ্ণ ও নারদের প্রবেশ।

কৃ। কি হইবে কহ মহামুনি,
সত্যভামা শান্ত হবে কিসে ?
না। পারিজাত বৃক্ষ আনি করিবে রোপিত,
মানিনীর প্রাঙ্গনের মাঝে—
সেই পারিজাত বৃক্ষে বান্ধিয়া তোমারে,
পারিজাত-পুষ্প-মাল্য দিয়া,
সত্যভামা স্বামী দান করিবে আমারে ;—
পুণ্যব্রত সমাপন করাও তাঁহার—
তবে তাঁর ক্রোধ-শান্তি হবে।
কৃ। দেবঋষি, যাও তবে তুমি,
স্বর্গপুরে, ইন্দ্রের সকাশে।
জ্যেষ্ঠ তিনি, কনিষ্ঠ সে আমি—

দেহ তাঁরে প্রণাম আমার—
কহ গিয়া এ সব বারতা।
পৃথিবীতে ধর্ম্ম-বৃদ্ধি দেবতার কায,
সাবধানে মিষ্ট ভাষে বুঝাও তাঁহারে,—
যে সৌভাগ্য যেই পুণ্য অমর-ভবনে
পারিজাত নিত্য দান করে,
সে সৌভাগ্য মর্ত্তে কেন রহিবে অজ্ঞাত ?
সেই পুণ্য কেন মুনি নরে না পাইবে ?
কহ তাঁরে সত্যভামা পুণ্যব্রত তরে
পারিজাত যাচে তাঁর কাছে।
দ্বারকায় আনি পারিজাত,
পুণ্যব্রত হ'লে সমাপন,
পুনঃ স্বর্গে করিব প্রেরণ।
যাও মুনি, এই কার্য্য কে আর সাধিবে
তোমা বিনা ? কহ ঋষি, পৃথিবী ব্যতীত
অচলের ভার কেবা সহিবারে পারে ?

না। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার
হৃষীকেশ, যাব আমি ইন্দ্রের সমীপে—
কিন্তু তাহে কিবা ফল হবে ?
পারিজাত ইন্দ্র নাহি দিবে ;
সমুদ্র-মন্থন কালে উঠে পারিজাত—
আদেশিলা মহাদেব তাহা,
পাঠাইতে কৈলাস ভবনে ;
ইন্দ্রানীর তরে

কেন বা নয়নে বহে নীর ?
কুঙ্কুম-রঞ্জিত বসন তোমার
কেন আজি করিয়াছ ত্যাগ ?
শুক্ল বাস পরিধান কি হেতু করেছ ?
অলঙ্কার উন্মোচন অমঙ্গল-হেতু ;
শুন প্রিয়তমে,
সহাস বদনে আজি
কেন নাহি সম্ভাষ আমারে ?
অঞ্জন-বিলোপি অশ্রু তেয়াগিছ কেন ?
দেবি, কিঙ্কর তোমার আমি,
কিবা সাধ কর অনুমতি ;
কোন্ কার্য্যে তুষিব তোমারে ?
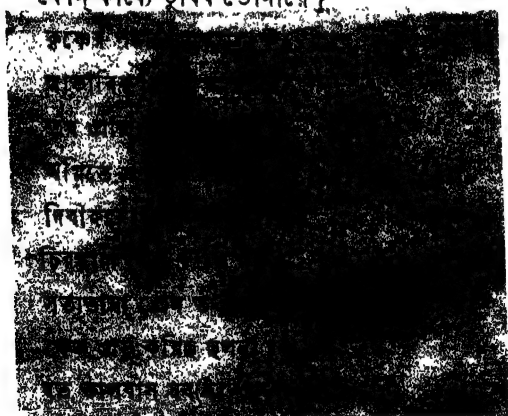
বুঝিয়াছি কপাল আমার।
চির দিন জানিতাম আগে—
আমার (ই) প্রাণের ধন হরি ;

আজি জানিলাম প্রভু, মোর চেয়ে তব
শতগুণে আছে প্রণয়িনী ;
সবারেই বাস তুমি ভাল ;—
স্বপনে তা ভাবি নাই কভু।
জানিলাম আজি—
অস্থায়ী লোকের দশা ভবে।
জানিতাম ধ্রুব মনে মনে,
যত দিন দেহে প্রাণ রবে,
ততদিন আমার(ই) হরি,
আমিও হরির দাসী সদা।
কিন্তু আজি, উহু একি শুনি !—
আর কিছু চাহি না বলিতে,
হৃদয় তোমার নাথ জানিলাম এবে—
মুখেই প্রণয় শুধু করিতে প্রকাশ,
দাও নাই হৃদয় আমারে।
উঃ এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে মোর ভালবাসা যত,—
সর্ব্বস্ব তোমারে হরি করিয়াছি দান ;
তার(ই) কি গো প্রতিদান এই ?
সরল হৃদয় মোর ল'য়ে,
দিয়াছিলে কৃত্রিম প্রণয় ;—
দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই যাহা,
তাই আজি ঘটিল কপালে !
সামান্য মানবে করে চাতুরী ছলনা,—
সামান্য মানব কি গো দ্বারকা-ঈশ্বর ?

কৃষ্ণ। হে সর্ব্বশোভনে,
কোন্ অপরাধে দাস দোষী তব পদে ?
এ বিলাপ কিসের কারণে ?
নিরানন্দ, চন্দ্রাননে, সাজে কি তোমারে ?
কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা তুমি,—
নিরখি ও ভাব তব
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল প্রিয়ে,
কেন এত হতেছ কাতর দেবি ?
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ,—
কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা সদা,—
হৃদয়ের গূঢ়তম দেশে,
এই মূর্ত্তি চির সে অঙ্কিত।
কৃষ্ণ প্রেমে আজি দেবি কেন এ সন্দেহ ?
বল বল কমললোচনে,
মোর দিব্য লাগে,—
কেন এত বিষাদিত তুমি ?

(সত্যভামার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন)

স। তুমি হরি ছলনা আধার ;
স্বামী আদরিণী বলি বাড়াইলা মান,—
জগতের সর্ব্বলোকে জানিয়াছে এবে
সত্যভামা স্বামী-প্রিয়তমা।
কত গর্ব্ব কত খ্যাতি সেই সে কারণে,
সব কি গো ঘুচিল আমার ?
স্বরগের প্রিয় পারিজাত—

ভূমণ্ডলে অমূল্য রতন,
দিলে তুমি নিজ প্রিয়জনে—
সত্যভামা-প্রেম কোথা ছিল সে সময়ে ?
হে কেশব, হৃদয়ে তোমার
দাসীর মূরতিখানি ছিল কি তখন ?
রুক্মিণীই প্রধানা মহিষী—
ভোজবালা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা—
তার গলে পারিজাত মধুরে মধুর ;—
কেন মিথ্যা বচনে ভুলাও ?
যাও নাথ দেখ গিয়া রুক্মিণীর শোভা।

কৃ। এরি তরে এত অভিমান ?
শুন সত্যভামা,
রৈবতকে ছিনু যবে রুক্মিণীর সনে,
দেবঋষি দিলা পারিজাত—

স। দেবঋষি কার করে দিলা পারিজাত ?
দেবঋষি দিলা সে তোমারে—
তুমি দিলা ভালবাসি তারে ;
পারিজাতে রূপ তার কতই বাড়িল !
কত মুগ্ধ হইলা বা তাহে !
নাহি রূপ নাহি গুণ মোর—
কিসে তবে ভুলিবে শ্রীহরি ?
কত দুঃখে রুক্মিণীরে লভিলা কেশব—
কত যুদ্ধ করেছিলে তাহার কারণ—
কেন না বাসিবে ভাল তারে ?

দেখ পুনঃ নিরখি হৃদয়,
কিবা দুঃখ জাগিছে তথায়।
তবে নাথ কেন হেন বল?
সৌভাগ্য ত শেষ হ'ল মম,—
নাহি চাহি তব প্রেম আর—
কৃষ্ণ-প্রেম সরল বাহিরে,
অন্তরে সে অন্যরূপ ভাব।
ধূর্ত্ত তুমি জানিলাম আজি—
রুক্মিণী সে প্রিয়তমা তব—
কেন প্রভু করিতে গোপন,
জানাইতে অন্য ভাব ছলিতে আমারে?
প্রিয়তমে অপরাধ ক্ষমহ আমার
চিরদিন তোমারি ত আমি;
তুমিইত কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরি,—
অপরাধ ক্ষম সত্যভামা।
এক পারিজাত পুষ্প পেয়েছে রুক্মিণী,
পারিজাত বৃক্ষ আনি দিব আমি তোমা।
উঠ প্রিয়তমে,
পূর্ব্বমত সম্ভাষ সাদরে;
চাহ মোর পানে, শুন দেবি,
তব প্রেমে উন্মত্ত হৃদয় মোর—
দুঃখ মান ত্যজ প্রিয়তমে।
শুন প্রাণেশ্বর,
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আজি

দেব ঋষি নারদ সাক্ষাতে,
পুণ্যব্রত সমাপন করিব নিশ্চয়।
পারিজাত বৃক্ষ দেহ আনি—
পারিজাত বৃক্ষ বিনা,
ব্রত মম নহে সমাপন।
উঠ প্রিয়ে,—
পারিজাত দিব আনি কহিনু তোমারে ;
পুণ্যব্রত কর সমাপন।
সপত্নীর মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা আদরিণী—
মান কভু সাজে কি তোমারে ?
চল প্রিয়ে ত্যজি ক্রোধাগার।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রালয়।

ইন্দ্র, নারদ, বরুণ, পবন, কার্ত্তিক উপবিষ্ট।

দেবঋষি, উপেন্দ্রেরে বলিও আপনি,
কুশল জিজ্ঞাসা করি আগে,
ত্রিলোকের অধীশ্বর কেশব সুমতি—
দেবপতি ইন্দ্রের দ্বিতীয় ;

শুধু পারিজাত নহে—
স্বরগের যতেক রতন,
উপেন্দ্রের আছে অধিকার।
কিন্তু দেব,
সাধুজন ত্রাণের কারণ,
অসাধুর করিতে দমন—
লাঘবিতে ধরণীর ভার—
সর্ব্বপ্রাণী-সুখের সাধনে—
নররূপ কৃষ্ণ এবে করেছে ধারণ;
পুনরায় স্বর্গে যবে হবে প্রত্যাগত—
মহিষীর তাঁর যত অভিলাষ,
পূরাইব সব আমি।

কার্ত্তিক। যথার্থই কহিলা দেবেশ,—
স্বরগের রতন সকল
মর্ত্তে লওয়া নহে ত উচিত;
নরলোক স্বল্প ভোগ হেতু,
মানুষের প্রাণ,
কত দিন রহে দেহে বল?
দেবঋষি জান তুমি আদিকাল হ'তে
এইরূপ মর্য্যাদা স্থাপিত,—
দেবরাজ ইন্দ্র হ'তে কভু
সে মর্য্যাদা অতিক্রম শোভা নাহি পায়।
কি কহিবে প্রজাপতিগণ?
কি কহিবে দেবকুল যত?

কোন কার্য্য নহে কহ নিয়ম অধীন ?
দেব নরে ভেদ চিরকাল ;
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ স্থাপন,
ব্রহ্মাকৃত নিয়ম(ই)ত এই ;
দেবপতি ইন্দ্র কহ কিসে,
সেই বিধি করিবে লঙ্ঘন ?
অমর্ত্ত্য সামগ্রী দিবে মর্ত্তে পাঠাইয়া ?
দেবপতি ইন্দ্র যদি নিজে
মর্য্যাদার সেতু ভঙ্গ করে—
কে করিবে দেবের সম্মান ?
দৈত্যকুল-দর্প তবে বাড়িবে নিশ্চয়।

ইন্দ্র। সত্য যা কহিলা সেনাপতি।
রমণীর অনুরোধ বশে,
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত মরতে লইলে,
স্বর্গবাসী সকলেই হবে উৎকণ্ঠিত।
মানুষের উপভোগ হয়েছে সৃজিত
নরলোকে ব্যবহার হেতু,—
কৃষ্ণ যদি নরাকার করিলা ধারণ,
কাল বিপর্য্যয় ভাবি,
অবস্থার পরিবর্ত্ত বিচারিয়া মনে,
তাহাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত তাঁহার।
জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ কেশব,
অগ্রজের আদেশ লঙ্ঘন,
কনিষ্ঠের উচিত ত নহে কদাচন ?

স্ত্রীর বাধ্য এতই কেশব,
এ কথা প্রকাশ যদি হয়—
জগতে অখ্যাতি হবে তাঁর।

পবন। শুন দেবঋষি,
পৃথিবীতে পারিজাত! এ কি অসম্ভব!
নরে যদি পৃথিবীতে পায়
পারিজাত করিতে দর্শন,
স্বর্গলাভে কেবা আর করিবে যতন?
স্বর্গ-ফল পাবে মর্ত্তভূমে।
পারিজাত-গুণ এবে ভূলোকের নর
পায় যদি করিবারে ভোগ,
কি প্রভেদ রবে তবে দেবতা মানবে?
মর্ত্তে যেবা যেই কার্য্য করে,
ফল তার ভুঞ্জে এই স্থানে;
পারিজাত পুষ্প যদি মর্ত্তে সবে পায়,
দেবত্বের শ্রেষ্ঠ সুখ পাবে;
কে না জানে পারিজাত,
স্বরগের প্রধান রতন?
নরে তবে হইবে অমর;
পারিজাত কুসুমের যাবতীয় গুণ
নরে যদি করে গো সম্ভোগ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ জরা মৃত্যু কাম আদি,
মর্ত্তভূমে কিছু না রহিবে;
দেবতার প্রীতির কারণ

কে করিবে যজ্ঞ হোম আর ?
জপ তপ আহ্নিকাদি কিছু নাহি রবে—
দেব সেবা মর্ত্তে লোপ হবে ;
পৃথিবীতে বসি যদি স্বর্গ সুখ পায়—
দেব-তৃপ্তি তরে কেবা করিবে যতন ?
যজ্ঞাদির লোপ যদি হয় ভবতলে,
আমরাও নিস্তেজ হইব ;
শুন সবে বচন আমার,
পারিজাত মর্ত্তভূমে না কর প্রেরণ।

বরুণ। হে বাসব, দেবপতি, জানি ভাল মতে—
রাজগণ প্রতি,
তোষ-বাক্য সদাই বিহিত,
কিন্তু প্রয়োজন যদি হয়,
তাঁহাদের হিতের কারণে,
অধীনে অপ্রিয় বাক্য বলে।
ক্ষম মোরে দেবপতি, ক্ষম দেবগণ,
কিন্তু মম মনে এই লয়—
মহান্ অনর্থ হবে পারিজাত তরে—
ঘোর বিসম্বাদ হবে বাসবে কেশবে।
ভ্রাতৃভেদ অমঙ্গল-হেতু—
ভ্রাতৃভেদে বংশ হয় নাশ—
ভ্রাতৃভেদ না কর বাসব।
পরিণামে দুঃখ জন্মে যেই কর্ম্মে হতে
অকর্ত্তব্য তাহারেই বলে।

কৃষ্ণসহ বিবাদ করিলে,
কি লাভ হইবে দেবে বল ?
তাঁর বাক্য কার সাধ্য করিতে লঙ্ঘন ?
সুরেশ্বর, শুনহ পবন,
শুন তুমি দেব সেনাপতি,
কিবা কথা বলিছ নারদে ?
হৃষীকেশ কি কথা না জানে ?
তবে যদি তাঁর ইচ্ছা ধরণীর মাঝে
রোপিবারে পারিজাত তরু—
কি করিবে দেবগণ এবে ?
কত শক্তি ধরি বা আমরা ?
অচ্যুত তাঁহার নাম—
বাক্য তাঁর কভু মিথ্যা নহে।
হরি-মুখ দিয়া যাহা হয়েছে নির্গত,
কেবা ধরে এ হেন ক্ষমতা—
কার সাধ্য বাধা তাহে দিবে ?
সূর্য্য হতে রশ্মি যবে ছুটে,—
মেঘ হতে তড়িৎ-প্রবাহ—
কার সাধ্য ফিরায় তাহারে ?
মোর কথা শুন দেবরাজ—
বিবাদে নাহিক প্রয়োজন,
সত্যভামা-পুণ্যব্রত সমাপন হেতু,
দ্বারকায় প্রের পারিজাতে।

নারদ। জলেশ্বর সত্যই কহিলা ;

দেবপতি, হৃষীকেশে কহিয়াছি আমি,
মহাদেবে পারিজাত করনি প্রদান ;
শুন দেব তাঁহার উত্তর ;—
জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ সে তিনি—
কেশবে পালন করা ইন্দ্রের উচিত।
সত্যভামা-বাক্য আজি রাখ সুরেশ্বর—
রাখ দেব কৃষ্ণ অনুরোধ।
অনর্থক বাদ কেন কর ?
চক্রধারী হইলে কুপিত,
ব্রহ্মা শিব কার পক্ষ হবে ?
একমাত্র বিষ্ণু, মায়া সহ—
ব্যাপিয়া অখিল বিশ্ব,
ব্যাপি কার্য্য ব্যাপিয়া কারণে,
স্থূল সূক্ষ্ম সব দেহ করেন প্রকাশ ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ ;
তবে দেবরাজ,
দেখ বিবেচনা করি, হেন হরি সহ—
কি সাহসে করহ বিরোধ ?

ইন্দ্র। অবিচারে দোষিছ আমারে ;
শুন দেবঋষি
যেই কর্ম্মে স্বর্গ মর্ত্ত একাকার হবে,
আমা হতে সেই কার্য্য হবে না কখন ;
অন্য আর যে কোন প্রকারে—
তুষ্টি তাঁর করিব সাধন ;—

হার, মণি, রত্ন, কিংবা অগুরু চন্দন,
বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র যেবা রুচি হয়—
কহ মুনি দিব বধূগণে,
মর্ত্ত-ভোগ্য যত কিছু আছে স্বর্গপুরে,
বধূগণে সমস্তই দিব,
প্রভূত রতন দিব বিবিধ ভূষণ ;
কহিও তাঁহারে,
স্বরগ-লুণ্ঠন নহে উচিত তাঁহার।
পারিজাত দ্বারকায় নাহি পারি দিতে।

নারদ। শুন ইন্দ্র না কহ এমন ;
ইন্দ্র সহ উপেন্দ্রের বাদ !
কি কহিবে শুনিলে এ কথা
কশ্যপ জনক তব অদিতি জননী ?
কি কহিবে দেব-গুরু ধীর বৃহস্পতি ?
কি কহিবে জগতের লোক ?
হরি সহ কার কহ বিরোধ সম্ভবে
এ জগতে ? শুন ইন্দ্র,
হরিইত পুরুষ প্রধান।
অদিতির তপস্যার ফলে—
তাঁর গর্ভে কৈলা হরি জনম গ্রহণ,
জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ সে তিনি,
সেই সে কারণে,
নতুবা জগতে বল কেবা জ্যেষ্ঠ তাঁর ?
কার তিনি কনিষ্ঠ সংসারে ?

একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীহরি—
জগতের ভার লাঘবিতে,
পৃথিবীতে ধর্ম্মের স্থাপনে—
নররূপে জনম তাঁহার ;
দেবগণ তরে, মানুষের তরে,
কোন দেব এত ক্লেশ সহে ?
জন্মে জন্মে কত রূপ ধরিলা কেশব—
কার উপকার হেতু ?
অতএব শুন দেবপতি,
রাখ মোর কথা
পারিজাতে দ্বারকায় দেহ পাঠাইয়া ;
জ্যেষ্ঠ বলি সম্মান তোমার—
কতই করিলা হৃষীকেশ—
তব যোগ্য কার্য্য আজি কর দেবপতি।

বরুণ। সত্যই কহিলা মহামুনি ;
তিনিই সৃজনকারী তিনি নাশকারী—
তিনিই ব্রহ্মণ্য দেব সর্ব্ব আত্মা তিনি,
তাঁর কথা কভু নহে হেলন উচিত—
সর্ব্বলোক-পূজ্য তিনি বৈকুণ্ঠের পতি,
তাঁর বাক্য কেমনে হেলিবে ?
যুগে যুগে পৃথিবীর উপকার তরে—
সংসারের, স্বরগের, উপকার তরে—
দেবগণ-রক্ষার কারণে—
যুগে যুগে জন্ম তিনি করেন গ্রহণ ;

দুষ্ট দৈত্যগণ যবে পাতি মায়াজাল,
সুধাপান করিতে আইল,
কহ দেবপতি, কার সুকৌশলে,
সে বিপদে হইলে উদ্ধার ?
ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী, দেব, কে তোমারে দিল ?
দেবতা পীড়নকারী কতই দানবে,
হিরণ্যাক্ষে, হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজে,
রাবণেরে, মেঘনাদে কে কহ বধিল ?
আজিও ত তিনি ধরাধামে—
কিন্তু কার হেতু ?
হেন উপকারী যিনি,
তাঁর সহ কভু নহে বিরোধ উচিত।
কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা তুষ্টির কারণে,
পারিজাত দ্বারকায় যাইবে নিশ্চিত ;—
কেন মিছা করিবে কলহ ?
কেন নিন্দা কিনিবে জগতে ?

পবন। না বুঝিনু কি কহিলা পাশী।
দেবঋষি বলিলা এখনি—
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ ;
কহ মহামুনি,
কার কুকর্ম্মের হেতু, কার ভ্রান্তি মূলে,
দৈত্য হ'তে এত পীড়া সহিল দেবতা ?
কেবা দেয় দৈত্যে বর এত ?
তপস্যা করিবে দৈত্য,—তুষ্ট মহেশ্বর—

তুষ্ট ব্রহ্মা,—যেই বর মাগিবে যে জন,
তখনি পাইবে তাহা ,—
ভকতের অভিলাষ, কেবা নাহি জানে,
দেবে শুধু করিবে পীড়ন!
এ হেন দৈত্যের নাশ কে আর করিবে
বরদাতা বিনা ?
উপকার নাহি বলি এরে ;
নিজ কুকর্ম্মের তরে ফলিল অশুভ ;
পুনঃ তাহা করিলে যে দূর—
হ'ল তাহে কার উপকার ?
নিজের কুকর্ম্ম তাহে হইল খণ্ডিত ;
জগতের অপকার করেছিলে যাহা,
পুনঃ তাহা করিলে মোচন,
উপকার নাহি বলি তাহে।

কার্ত্তিক। যথার্থই কহিলা পবন।
আরও শুন দেবঋষি,
নিজে তিনি হইলা অনুজ,—
কেন তবে আজি,
অগ্রজের বাক্য কৃষ্ণ করিবে হেলন ?
উপেন্দ্র ইন্দ্রের মান নাহি রাখে যদি—
কে আর রাখিবে অগ্রজের মান ?
দেবে যেই বিধি করিবে লঙ্ঘন—
অন্য জীবে মানিবে কি তাহা ?
ধার্ম্মিক হইয়া—

কেন তাঁর অধর্ম্মেতে মতি ?
নররূপ করিয়া ধারণ,
দেবভোগ্য দ্রব্য কেন চাহেন ধরায় ?

নারদ। এ কি ! এ কি ! কৃষ্ণ প্রতি এ হেন বচন !
দেবতা কি জ্ঞান শূন্য আজি ?
শুন দেবপতি,
কৃষ্ণের বচন শুন সবে ;
কহিলা কেশব মোরে বলিতে বিনয়ে,
অনুরোধ তাঁর ;
সত্যভামা অনুরোধ নিবেদিতে তোমা ;
তাহাতেও পারিজাত নাহি দেও যদি,
কহিলা আমারে—
একা তব পারিজাতে নাহি অধিকার ;
বলেছি সে কথা তোমা।
কহিলা কেশব পুনঃ দারুণ বচন,
শুন দেবগণ,
তাহাতেও পারিজাত নাহি দেন যদি—
যেই বক্ষে তাঁর—
শচীদেবী চন্দনাদি করেন লেপন,
সেই বক্ষঃ গদাঘাতে হইবে চূর্ণিত।

ইন্দ্র। কি আর কহিব তোমা মুনি ?
না পারি সহিতে কভু হেন অপমান।
কোন্ অপকার করিলাম তাঁর,
কেন তিনি এত ক্রুদ্ধ এবে ?

শত্রুতা করিলা কৃষ্ণ কত মোর সাথে,
কনিষ্ঠ ভাবিয়া তারে কিছু নাহি বলি—
গোবর্দ্ধন করিয়া ধারণ,
আমার(ই) অনিষ্ট সাধে ব্রজধামে ;
খাণ্ডব অরণ্য মাঝে অর্জ্জুনের রথ
চালাইয়া, শুন মুনি আমার প্রেরিত
মেঘদলে করেছিল রোধ ;
দুষ্ট বৃত্রাসুর যবে দেবে উৎপীড়িল,
করিল কি সাহায্য আমার ?
বলেছিল সেই সে সময়ে,
'সর্ব্ব জীব তুল্য মোর কাছে'—
নিজ বাহুবলে আমি বৃত্রে বিনাশিনু ;
কত আর কহিব তোমারে ?
কনিষ্ঠ ভাবিয়া
কত অপরাধ তার করেছি মার্জ্জনা।
একি কথা কহ মহামুনি ?
গদাঘাতে বক্ষঃ মোর করিবে চূর্ণিত,—
ভাল কথা ;
কিন্তু কেন শচীনাম তাহে ?
অপমান(ই) উদ্দেশ্য তাহার ;
সত্ত্বগুণ কোথা তার এবে ?
রমণীর হেতু, দেবঋষি,
এই ভাষা অগ্রজের প্রতি ?
আর কিছু না চাহি শুনিতে—

বোলো তারে মহামুনি,
যুদ্ধে নাহি হৈলে পরাজিত,
পারিজাত বৃক্ষ,—সে ত দূর,কথা,
পারিজাত পত্র অর্দ্ধ কৃষ্ণে নাহি দিব ;

নারদ। দেবরাজ যাই তবে এবে ;
(স্বগতঃ) কত খেলা খেল তুমি প্রভু,
কে বুঝে তোমার লীলা বল ?

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। সেনাপতি, দেবগণ, অতি সাবধানে,
থাক সবে সুসজ্জ হইয়া ;
দেখি আজি কৃষ্ণ কি উপায়ে
পারিজাত রোপে দ্বারকায়।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহ। কি কর্ম্ম করিলা দেবপতি ?
সহস্রলোচন তব নারিলা দেখিতে,
কৃষ্ণ-সহ দেবতার বাদ কি সম্ভবে ?
হরি বিনা দেবতার দেবত্ব কোথায় ?
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কোথা বল ?
না বলিয়া মোরে,
কেন তুমি করিলে এ কায ?
জানিলাম ধ্রুব ইহা ভবিতব্য-লীলা।
বিধি অতিক্রম নহে সাধ্যায়ত্ত কারো,
পরাভব হইবে তোমার।

বরুণ। কি উপায় হবে দেবগুরু ?

বৃহ। কি উপায় হবে আর ?
সপুত্রে কৃষ্ণের সহ যুঝ সাবধানে।
জানিও নিশ্চিত,
কৃষ্ণ-সহ যুঝে যেইজন,—
পরাভব হইবে তাহার ;
কৃষ্ণ-পুণ্য, এক(ই) কথা জানি—
তাঁর সহ দেবের বিরোধ ? একি কথা !
যাই আমি মহেশের কাছে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকাপুরী

কৃষ্ণ, নারদ ও সাত্যকির প্রবেশ।

সা। কি কহিলা মহামুনি,
বাসব যুঝিবে কৃষ্ণ-সহ ?
রণস্থলে কি সাহসে ভেটিবে কেশবে ?
দর্পচূর্ণ করিব তাহার—
বুঝাইব তারে,
কৃষ্ণ-ভক্ত যেই জন, তেজ তার কত।
সত্যভামা মর্ত্তবাসী-ভূপতি-নন্দিনী—

সত্যভামা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা—
পুণ্যব্রত সমাপন তরে
পারিজাত চাহে দ্বারকায় ;
স্বর্গপতি দেবরাজ ইন্দ্র,—
ইন্দ্র চাহে কৃষ্ণ-সনে করিবারে বাদ,
পারিজাত দিবে না বাসব ;
দেখি আজি বল কার কত ;
কৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া
পুণ্য কার্য্যে অভিলাষী হয় যেই জন,
দেবতাও কভু নারে রোধিতে তাহারে।

কৃষ্ণ। দেবঋষি,
কার বলে ইন্দ্রে এত বল ?
বুঝিতে না পারি আমি।
জ্ঞান-লোপ হইল কি তার ?
দেবপতি স্বর্গ অধিপতি,
জ্যেষ্ঠ বলি বাড়াই সম্মান,
এই বুঝি প্রতিদান তার ?
নিজের মহত্ত্ব নিজে করিল লাঘব !
কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা আমার—
অহঙ্কার চূর্ণ তার করিব নিশ্চয় ;
দেখিব সে আজি,
ইন্দ্রত্ব কোথায় রহে তার ?
ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী কোথা পায় ?
কোথা পায় সৌভাগ্য এমন ?

জানে না বাসব,
লক্ষ্মী আর কৃষ্ণ-ভক্তি ভিন্ন কভু নহে ?
একি ভ্রান্তি তার !
বৃত্র-সম ভাবে সে কি মোরে ?
কিংবা যেন নমুচি দানব ?

সা। অহঙ্কার না হইবে কেন ?
বসে ইন্দ্র উচ্চ সুরপুরে—
দেব, যক্ষ, আর যত গন্ধর্ব্ব অপ্সরা,
নিত্য তার বাড়ায় সম্মান—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, নিত্য তারে সেবে—
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা বাহন তাহার—
মহাবজ্র অস্ত্র ধরে করে—
ধরে দেহে সহস্রলোচন ;—
আরেরে পাগল,—
জানে না ভাবে না মনে কভু,
কৃষ্ণভক্তি সৌভাগ্যের মূল,—
সেই ধন যতদিন রহিবে হৃদয়ে,
সৌভাগ্য রহিবে ততদিন ;—
ততদিন ত্রিলোক পূজিত ;—
কৃষ্ণ-সহ বিরোধ করিয়া
স্বর্গে কেবা থাকিবারে পারে ?
চল কৃষ্ণ বাসবে জিনিয়া
পারিজাত আনি দ্বারকায় ;
সত্যভামা পুণ্যব্রত করাব পালন ;

দেখাব জগতে
কৃষ্ণভক্তি কিবা শক্তি ধরে।

কৃষ্ণ। শুন মহামুনি,
পারিজাত আনিলে হেথায়,
স্বর্গে মর্ত্তে একাকার হবে,
এই হেতু পারিজাত ইন্দ্র নাহি দিল;
স্বর্গে মর্ত্তে একাকার কে পারে করিতে?
ইন্দ্র কি তা পারে সাধিবারে?
ইচ্ছি যদি আমি,—
ইন্দ্র কি তা পারে রোধিবারে?
সে কথায় কিবা কার্য্য ছিল তার বল?
কার্য্য মম আমিই করিব;
চিরদিনই নিজ কার্য্য সাধিতেছি আমি;
কৃষ্ণ কভু দেবতার সাহায্য না চাহে—
মোর কার্য্য বিচারিতে কে ধরে শকতি?
পৃথিবীতে ধর্ম্মের মহিমা,
করিতে বর্দ্ধন,
লভেছি জনম আমি;—
কি উপায়ে তাহা হবে সম্পাদিত,
জানি আমি ভালমতে;—
শুনহ সাত্যকি,
ইন্দ্রের গৌরব হবে দূর;—
একবার ব্রজধামে
শত্রুতা করিল মোর সাথে;

সে কথা কি হৈল বিস্মরণ ?
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম,
পারিল কি গোকুলে তথাপি
পূজা লইতে আমি বিদ্যমানে ?
সুসজ্জিত কর সেনাগণে—
সাত্যকি, সজ্জিত হও নিজে।

সা। যাই আমি প্রভু।

(প্রস্থান)

নারদ। নারায়ণ, বুঝিতে না পারি,
কেন আজি কর এই ভাব ?
কেবা তব শত্রু এ জগতে ?
কার শত্রু তুমি হৃষীকেশ ?
কেন তবে ইন্দ্র সনে করিছ বিরোধ ?
সম্মান লাঘব হবে তব ?
মান অপমান প্রভু ভাবিয়াছ কবে ?
পশুমূর্ত্তি করেছ ধারণ
অবনীর উপকার তরে ;
চণ্ডালের পদধূলি ধরেছ মাথায় ;
লাঘবিতে বসুধার ভার,
বানরের সহ,
রাক্ষসের সহ প্রভু করেছ মিলন ;
শ্রীনন্দের বাধা তুমি ধরেছ মাথায় ;
শিখাইতে সখ্যভাব জগতের লোকে—
ব্রজধামে ব্রজ বালকের

করিয়াছ প্রসাদ ভক্ষণ বনমালী ;
অন্য কিবা কথা,—
মানবীর গর্ভে দেব জনম গ্রহণ,
করিলা ত কতবার ; তবে কেন আজি—
সম্মানের তরে—
স্বর্গপুরী কর ছারখার ?
দেবাসুরে যুদ্ধ হয় শুনি,—
দেবে দেবে যুদ্ধ, একি কথা !
নির্ব্বিকার নির্গুণ ত তুমি লক্ষ্মীপতি,
এ বিকার হৃদে কেন তব ?

কৃষ্ণ। কি বিকার দেখিছ নারদ ?
কেন তুমি হতেছ দুঃখিত ?
যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভুবনে—
আমা হৈতে ভিন্ন কেবা কহ ?
লোকে বলে শুনি—
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ ;
কিন্তু আমি জানি—
জীবাত্মাতে নারায়ণে নাহিক প্রভেদ।
মান অপমান কিবা মম ?
কে রাখিবে সম্মান আমার ?
অপমান কেবা করে মোর ?
আমিই ত বিদ্যমান সর্ব্বপ্রাণী দেহে,
কার সহ করিব বিরোধ ?
চিন্তা নাহি কর দেবঋষি—

দেখ তুমি কিবা কার্য্য মোর;
লোক হিত তরে—
সর্ব্বপ্রাণী শিক্ষার কারণে—
দেখ মুনি কি কার্য্য করিব।
অহঙ্কারে মত্ত দেবপতি;
অহঙ্কার শোভা পায় তার,
অহঙ্কারে মত্ততা না থাকে যদি।
কৃষ্ণ-প্রিয়া সতী অনুরোধ
না রাখিল দেবপতি যদি,
দেবতার যোগ্য কিসে সেই?
সতী-দেহে পুণ্য সদা রাজে—
সতী-দেহে চিরদিন বিদ্যমান আমি;
সতী মম বড়ই স্নেহের;
কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত সতী সত্যভামা,
তার নামে পারিজাত চাহিলা নারদ,
সেই কথা ইন্দ্র না রাখিল!
পুণ্য সনে করিল বিরোধ!
শিখাইব দেবে—
কৃষ্ণ বিনা দেবত্ব না রহে,—
কৃষ্ণ-প্রেমই পুণ্যের সোপান।

নারদ। প্রভু,
এ তত্ত্ব কি বুঝে না বাসব?
দেবগণ ভ্রান্ত কি এমন?
তুমিই ত জ্ঞানের আধার;

তুমি জ্ঞান দেও প্রাণী-হৃদে;
কহ তবে বনমালী,
কেন ইন্দ্রে হইল এ ভাব?
তব সহ এ বিবাদ ইন্দ্র কেন করে?

কৃষ্ণ। কর্ম্মফল, কর্ম্মফলে ইন্দ্রে হেন ভাব।
শুন দেবঋষি, কুকর্ম্মের ফলে
জ্ঞান চক্ষু আবরিত রহে।
ব্রাহ্মণের অপকার করেছে বাসব,
ব্রহ্মশাপ হইয়াছে তাহে,
তেঁই ইন্দ্র যুঝিবারে ইচ্ছে মোর সাথে।
চিন্তা নাহি কর মহামুনি,—
পারিজাতে আনি অবনীতে,
দেখাইব অপরূপ লীলা।

নারদ। তব লীলা অন্যে কেবা জানে?

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্য। প্রাণনাথ!
পারিজাত ইন্দ্র নাকি নাহি দিবে তোমা?
বাসব যুঝিবে তব সহ?

কৃষ্ণ। অহঙ্কার হৈল বাসবের,—
বড় সাধ তার,
যুঝিবে আমার সহ;—
দেখিবে কৃষ্ণের বাহু ধরে কত বল;
পারিজাতে আনিব হেথায় কালি,
তোমার প্রাঙ্গণে দেবি রোপিব সে তরু;

প্রতিজ্ঞা তোমার হইবে পূরণ,
পুণ্যব্রত তব সতি হবে সম্পাদন।
তব নাম করি সত্যভামা,
ইন্দ্র কাছে পারিজাত নারদ চাহিলা ;
নাহি দিল তাহে,—
সতী অপমান আজি করিল বাসব,
সে সতীর পায়ে ধরাইব তারে ;
দ্বারকায় আসি তোমা পূজিবে বাসব ;
জানে না, ভাবে না মনে,
কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত যেবা—
ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার কাছে ;
কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণ-ভক্ত বড়।

সত্য। তুমি যাবে যুঝিবারে ইন্দ্রের সহিত ?
কেন প্রভু ?
সাত্যকিরে পাঠাও প্রাণেশ,
গরুড়ের সহ,—
তব সৈন্যে কেবা বল আঁটিবে সমরে ?

কৃষ্ণ। যাইব আপনি দেবি,
সাক্ষাতে করিব লঘু তারে ;—
দেখাইব মত্ততার ফল ;
চিন্তা নাহি কর সত্যভামা।

সত্য। এত দুঃখ সহিবে প্রাণেশ,
দাসীর কারণে ?

কৃষ্ণ। প্রিয়তমে, দুঃখ কিসে মোর ?

ভক্তের মহিমা যাতে বাড়ে—
সেই কার্য্যে কৃষ্ণ সদা প্রীত ;
ভক্তেতে বিক্রীত দেবি আমার শরীর—
সে ভক্তের অপমান সহি কিসে বল ?
ভক্ত-সুখে কৃষ্ণ সদা সুখী ;
ভক্ত-মানে কৃষ্ণের সম্মান।
চল দেবি, এস দেবঋষি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গ—যুদ্ধস্থল।

একদিকে গরুড়, পৃষ্ঠে পারিজাত,
সাত্যকি, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন;
অপরদিকে ইন্দ্র,
জয়ন্ত, প্রবর।

ইন্দ্র। একি একি হে মধুসূদন!
কি কার্য্য করিতে রত আজি?

কৃষ্ণ। কি অকার্য্য, কহ দেবপতি?
সত্যভামা বধূর তোমার—
পুণ্যব্রত সমাপন তরে,
পারিজাতে দ্বারকায় যাইব লইয়া।

ইন্দ্র। কিন্তু এইরূপে?
না কর এ হেন কর্ম্ম কমললোচন;
চোরের মতন, কৃষ্ণ, অজ্ঞাতে আমার—
কেন লহ পারিজাতে?
যুদ্ধ আগে কর মোর সাথে,

দেবগণে করি পরাজয়,
লয়ে যাও পারিজাতে দেখি বল কত।

কৃষ্ণ। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি শুন সুরপতি,
পারিজাতে লইব ধরায় ;
পারিজাতে তব সম অধিকার মম,
জিজ্ঞাসিব কি আর তোমারে ?
ধর ধনু ইচ্ছা যদি তব।

(উভয়ের যুদ্ধ ; জয়ন্ত কর্ত্তৃক গরুড়ের প্রতি আক্রমণ)

কৃষ্ণ। (প্রদ্যুম্নের প্রতি)
নিবারহ ইন্দ্রের কুমারে ;—
ঐ দেখ গরুড়েরে করে আক্রমণ,
রহ তুমি খগরাজ পাশে।

(প্রদ্যুম্নের সহিত জয়ন্তের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(প্রবর কর্ত্তৃক গরুড়ের প্রতি আক্রমণ)

কৃষ্ণ। (সাত্যকির প্রতি)
দেখহ সাত্যকি,
পারিজাত করিতে উদ্ধার,
প্রবর আসিছে বেগে দেখ ;
থাক সাবধানে—
বাণাঘাতে প্রবরেরে কর নিবারণ ;
কিন্তু দেখো, নির্দ্দয়ের মত,
এঁর প্রতি অস্ত্রাঘাত কভু নাহি কর,—
ব্রহ্মকুলে জন্ম প্রবরের,
মহা-পুণ্যবলে, বহু তপস্যার ফলে,

সশরীরে স্বর্গলাভ করেছে ব্রাহ্মণ ;
ধৃষ্টতা সহিবে এঁর তুমি—
যুঝ সাবধানে সবে।
(ইন্দ্রের প্রতি) সহ ইন্দ্র এ মোর প্রহার—
(ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)
(সাত্যকির সহিত প্রবরের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)
(জয়ন্ত ও প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

জয়। বার বার বলিতেছি তোমা,
জয় আশা ত্যজ বীরবর ;
পারিজাতে দেহ ফিরাইয়া—
না লইব পরাণ তোমার।

প্রদ্যু। প্রাণ তুমি লইবে আমার ?
দুরাশা এতই হৃদে তব ?
সহ বাণ।

জয়। শুনি নাই কভু, মানুষ হইয়া
দেবতার সনে করে বাদ ;—
সে সাহস চূর্ণ হবে আজি—
দেখি আজি দর্প কোথা রহে,—
দেব অস্ত্র সহ রে মানব।

প্রদ্যু। দেবরাজ-সুত ! দেখ আজি,
নর অঙ্গ ধরে কত বল ;—
কই তব দেব অস্ত্র কোথা ?
অই দেখ অস্ত্রে মোর হয়েছে খণ্ডিত ;
শত অস্ত্র কর পরিত্যাগ—

লক্ষ শর করহ মোচন একসাথে,
কৃতকার্য্য কভু না হইবে।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা রবে স্থির—
কৃষ্ণ-বাক্য কভু নহে আন।

জয়। ধন্য শিক্ষা তব কৃষ্ণ-সুত—
দেখাইলা অপূর্ব্ব কৌশল,—
অস্ত্র খেলা বড়ই খেলিলা—
কিন্তু সহ এই প্রহরণ।

প্রদ্যু। দেখ চেয়ে হে শচীকুমার,
প্রদ্যুম্ন জীবিত দেখ এবে ;—
মহা প্রহরণ তব কৈনু নিবারণ,
পুনঃ অস্ত্র করহ নিক্ষেপ,—
হে দেবনন্দন ;
কোন্ প্রহরণে তুমি জিনিবে আমারে ?
রণ-ক্ষেত্রে জিনে মোরে, হেন সাধ্য কার ?
তব বল প্রত্যক্ষ দেখিনু,
নাহি ডরি তোমা,—
পারিজাত মম হস্তগত,
কভু তুমি না পারিবে নিতে ;
দেব অস্ত্র করিলা নিক্ষেপ—
ব্যর্থ কৈনু তাহে আজি সম্মুখে তোমার,
মানবের অস্ত্র এবে সহ দেব-সুত।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(সাত্যকি ও প্রবরের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

সা। ব্রহ্মকুলে জন্ম তব দেব,
কেন আজি ক্ষত্র-ধর্ম্মে রত ?
এই দেখ ধনু তব কাটিনু আবার ;—
নিজ ধর্ম্ম করহ পালন,—
ত্যজ রণস্থল এবে, ক্ষমিব তোমায়।

প্রবর। ক্ষত্র তুমি যুদ্ধ ধর্ম্ম তব—
ক্ষমায় নাহিক প্রয়োজন ;
রণস্থলে কায়মনোচিতে
শত্রু প্রতি করহ প্রহার,—
কি ভয় দেখাও মোরে ?
হে যাদব, জান না কি তুমি,
গুরু মম যমদগ্নি-সুত—
দেবপতি প্রিয়-সখা মোর,—
দেবতাও ডরে মোরে নারায়ণ জ্ঞানে,—
পারিজাত করিয়া উদ্ধার—
শুধিব সখার ঋণ আজি রণস্থলে।

সাত্যকি। পারিজাতে করিবে উদ্ধার !
কি আর বলিব ? দ্বিজ তুমি ;—
ব্রাহ্মণ যদ্যপি
শত শত অপরাধে হয় অপরাধী—
যদুবংশে কেহ তারে প্রাণে নাহি মারে ;
এই হেতু লভিলা পরাণ আজি।

(উভয়ের যুদ্ধ ও সাত্যকির মূর্চ্ছিত হইয়া পতন ;
গরুড়ের নিকট অগ্রসর হইয়া প্রবর কর্ত্তৃক

পারিজাত গ্রহণের উপক্রম ও গরুড়
কর্ত্তৃক পক্ষ দ্বারা আহত
হইয়া দূরে পতন)

গরুড়। আরে রে পাগল,—
কৃষ্ণের বাহন আমি,
কৃষ্ণ-পদ সদা বহি দেহে,—
কেবা হেন আছে,
আমা সম শক্তি ধরে এ তিন ভুবনে।

(সাত্যকির সুশ্রূষা)

(জয়ন্ত ও প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

প্রদ্যু। একি একি, পিতৃব্য মূর্চ্ছিত !

জ। পিতৃ-সখা পতিত ধরায় !

(উভয়ের উভয়কে সুশ্রূষা)

কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

(কৃষ্ণ-স্পর্শে সাত্যকির চেতনালাভ ; প্রবরের চৈতন্যপ্রাপ্তি)

(জয়ন্ত ও প্রবরের পুনরায় গরুড়ের প্রতি আক্রমণের চেষ্টা)

ইন্দ্র। নাহি যাও খগরাজ পাশে—
বিনতানন্দন, মহাবলশালী।

কৃষ্ণ। হে মহাবাহু,
ঐরাবত আহত তোমার—
এখনও সুস্থ নহে,
অর্দ্ধরাত্রি হয়েছে অতীত এবে—
আজি যুদ্ধ কর সম্বরণ,
কালি পুনঃ ইচ্ছামত করিবে প্রহার ;

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি শুন,
সমরে না জিনি যদি তোমা,
পারিজাত নাহি লব কভু।

ইন্দ্র। যথা ইচ্ছা তব।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈলাস পর্ব্বত।

মহাদেব যোগাসনে ধ্যানে উপবিষ্ট।

চতুর্দ্দিকে বেতালগণ দণ্ডায়মান।

(বেতাল সঙ্গীত)

গঙ্গাধর শঙ্কর হর জয় পিনাকধারী।
ব্যোমকেশ নীললোহিত জয় জয় ত্রিপুরারি ॥
জয় জয় প্রভু চন্দ্রশেখর, অন্ধকরিপু জয় স্মরহর,
ত্র্যম্বক ভব শিব বাঘাম্বর, নরক অন্তকারী ॥
নমে বিশ্ব তব চরণকমলে, পূজে সর্ব্বলোক ভক্তি-বিল্বদলে,
প্রসন্ন-নয়নে চাহ গো সকলে, পাপ-তাপহারী ॥

(নারদ, কশ্যপ, ও বৃহস্পতির প্রবেশ)

(নারদের গীত)

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ,—তাল একতালা।

মঙ্গলময় বিশ্ববাসী-পাপ-তাপ-খণ্ডন।
দীনশরণ তোমার চরণ দুঃখ-সিন্ধু-তারণ ॥
ঘটে যা এ ভবে জান তা সকলি, কাতর হৃদয়ে তবু তোমা বলি,
পুরাও মনসাধ, ঘুচাও এ বিবাদ, অখিল-শান্তি-কারণ ॥
প্রলয়-পবন বহে ঘন ঘন, থর থর দেখ কাঁপিছে ভুবন,
করুণা-নয়নে চাহ বিশ্বপানে, তুমি জীবের জীবন ॥
সুরপতি যুঝে হরির সহিত, দেখ প্রভু চাহি কর যা বিহিত,
এ বিপদে আজি দেবগণ ভীত, ভরসা তোমার চরণ ॥

কশ্য। হে বিভু, হে বিশ্বকর্ত্তা জগৎ-কারণ,
জগতের নাশকারী, পুণ্যের আশ্রয়,
তোমার মহত্ত্ব হ'তে বিশ্বের বিস্তার;
ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি তুমি, জ্ঞানের আকর,
মহাবল, মহাপূজ্য, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক,
অসংযুক্ত যোগলভ্য তুমি,
তুমি সর্ব্ব, জগতের ধুরন্ধর তুমি;
তুমি যজ্ঞ, তুমি হরি, তুমি হবির্ভুক,
গুণাতীত, যশোরূপ, তুমি অন্তর্যামী,
সত্যের আশ্রয় তুমি প্রভু,
পাপীগণে করহ উদ্ধার,
পরম আনন্দ তুমি প্রাণ-অধিপতি;
রক্ষা আজি কর আমা সবে,—

কহ দেব কি উপায়ে এবে
বাসবে কেশবে যুদ্ধ হইবে খণ্ডিত।

বৃহ। মঙ্গল আলয় তুমি প্রভু,
শিব নাম ধর;
দেবতা অশিব আজি করহ খণ্ডন।
জগতের একমাত্র তুমিই রক্ষক;
তুমি ভূত, বর্ত্তমান, তুমি ভবিষ্যৎ,
সর্ব্বজ্ঞান, প্রধানের প্রধান আপনি;
দেবতার দেব তুমি, কর্ম্ম-সাক্ষী তুমি;
আদি, অন্ত, মধ্য তুমি, প্রণব স্বরূপ,
তুমি বাক্য, তুমি অর্থ, তুমি তন্ত্র বেদ,
মহিমা তোমার জানে কেবা?
বিপন্ন দেবতাকুলে আজি,
রক্ষ দেব আপন প্রভাবে।

নারদ। দেব দেব,
দয়া, শান্তি, তৃপ্তি, প্রভু তুমি;—
দেবগণে তব দয়া করহ প্রকাশ।
কৃষ্ণে ইন্দ্রে হতেছে বিরোধ—
কাঁপিতেছে সমস্ত জগৎ—
সাগরের বক্ষঃস্থিত জলযান যথা—
দশদিক উঠেছে জ্বলিয়া,
বিচলিত মহীধরগণ—
মুহূর্ত্তে শতেক বৃক্ষ হতেছে পতিত;—
দারুণ উত্তাপে জগৎ দহিছে—

প্রচণ্ড আরাব শূন্যে হতেছে উত্থিত,—
প্রতিকূল বহিতেছে তরঙ্গিণী সব,
প্রবল ভীষণ বাত্যা বহে চারিদিকে—
প্রভাশূন্য উল্কা যত হতেছে পতিত,—
সে ভৈরব রবে,
সর্ব্বপ্রাণী হারাইছে জ্ঞান,—
জলে অগ্নি উঠিছে জ্বলিয়া,
চারিদিকে আকাশ মণ্ডলে
গ্রহে গ্রহে হতেছে ঘর্ষিত—
শত শত তারা দেব পড়িছে ছিঁড়িয়া—
মাতিয়াছে দিক-হস্তীগণ,
ধূসর বরণ, অরুণ বরণ,
মেঘদল শূন্যদেশ করি আচ্ছাদিত,
করিতেছে গর্জ্জন ভীষণ—
বর্ষিতেছে বিবর্ণ রুধির,—
কি আর কহিব দেব দেব,
কি মেদিনী কিবা স্বর্গ আকাশ পাতাল
কিছুই না রহিবে নিশ্চয়,
এই যুদ্ধ ক্ষান্ত নাহি হয় যদি;
কি ফল যে ফলিবে তাহার
জান তুমি ভালমতে,—
পদছায়া দেহ আমা সবে;
আশুতোষ, এ বিরোধ করহ খণ্ডিত।

মহা। স্বাগত হে দেবঋষি, মুনি চূড়ামণি

কশ্যপ, স্বাগত দেবগুরু বৃহস্পতি ;—
ইন্দ্র সহ উপেন্দ্রের বাদ !
চিন্তা না করিহ তোমা সবে ;
কত লীলা জানে লক্ষ্মীপতি,
দেখ এক অপরূপ খেলা।
ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি তরে,
এই খেলা খেলিছে কেশব।
উপেন্দ্রের ক্রোধ শান্তি হবে,—
না ভাবিহ মনে —
রণস্থলে যাইব আপনি আমি,
বাসবে কেশবে পুনঃ করাব মিলন।
কিন্তু শুন সবে—
বনমালী পারিজাতে লইবে ধরায়,
না পারিব রোধিতে তাহারে।
ভবিতব্য কে পারে খণ্ডাতে ?
পরম ধার্ম্মিক ঋষি দেবশর্ম্মা নামে—
অনুরূপা ভার্য্যা তাঁর সতী—
তাঁর প্রতি কাম-দৃষ্টি করিলা বাসব,
সেই তার কেশবে বিরাগ,—
পাপলেশ থাকে যেই হৃদে,
কৃষ্ণ-প্রেম নাহি রহে তথা।
আমি বুঝাইব ইন্দ্রে ;
প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ করিবে যখন,
র্ব্বভাব হবে আবির্ভূত।

যাও সবে নিজ নিজ স্থানে,—
না চিন্তহ মনে ;
কৃষ্ণ সহ সুরেশের বিবাদ খণ্ডিবে,
পারিজাত যাবে দ্বারকায়—
কি মধুর কৃষ্ণ-লীলা হইবে প্রকাশ !
ধন্য গো দ্বারকাপুরী, ধন্যা সত্যভামা,
ধন্য তুমি দেবর্ষি নারদ !
আর পারিজাত, সেও ধন্য হবে।

(সকলের প্রস্থান)

(বেতাল সঙ্গীত)

উমাপতি মহাদেবে ভজ মন ত্রিলোচনে।
ভক্তি-বলে মুক্তি পাবে, শক্তি না রবে শমনে ॥
মুখে বল শিব শিব, ভাব ঐ পদ-রাজিব,
ঘুচিবে অশিব তব, অন্তে পাবে নারায়ণে ॥
কাটিতে মায়ার ফাঁস, যদি মনে কর আশ,
মন প্রাণ দেহ সঁপে, দেহ তবে ঐ চরণে ॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বর্গপুরী—যুদ্ধস্থল

পারিজাত বৃক্ষসহ গরুড়।

(একদিকে কৃষ্ণের, অপরদিকে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। পুনঃ যুদ্ধ করহ কেশব—
দেখিব কি শক্তি তুমি ধর ;
আজিকার রণে যদি রহ তুমি স্থির,
বুঝিব সে পারিজাত তোমার(ই) হইবে।

কৃষ্ণ। যত ইচ্ছা করহ প্রহার—
কৃষ্ণেরে জিনিবে তুমি এত সাধ মনে ?
জ্ঞান-লোপ হয়েছে তোমার।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ইন্দ্র। ধন্য বীর ধন্য শিক্ষা তব ;
কিন্তু দেখি এবে—
কোন্ অস্ত্রে বজ্রে বিমুখিবে ?

কৃষ্ণ। বজ্র তুমি করহ মোচন সুরপতি,
দেখ তার কিবা দশা করি ;
সুদর্শন করিব নিক্ষেপ,—
বজ্র তুচ্ছ কথা,—
বজ্রধারী তুমি এবে রক্ষ আপনারে।

(কশ্যপ, নারদ, ও বৃহস্পতির প্রবেশ)

কশ্যপ। একি! একি! সৃষ্টিনাশ হবে—
কর অস্ত্র-সম্বরণ দোঁহে,—
একি ইন্দ্র ব্যবহার তব!
কনিষ্ঠের প্রতি এই যোগ্য আচরণ?
কনিষ্ঠের বক্ষঃস্থলে আঘাতের তরে
বজ্রের কি হইল নির্ম্মাণ?
এই কি উচিত তব, দেবপতি তুমি?
বজ্র তব কত বল ধরে?
কৃষ্ণ-বক্ষঃ করে পরশন,
এত পুণ্য বজ্রের কি আছে?
আয় নারায়ণ, কি আর কহিব তোমা?
ক্রোধ তব সুরেশের প্রতি,—
কোন্ দোষে বিশ্ববাসী হৈল অপরাধী?
কেন আজি সৃষ্টিনাশ কর?
সুদর্শন চক্র যদি করহ নিক্ষেপ—
এক ইন্দ্র তুচ্ছ কথা,
সহস্র স্বর্গের সহ লক্ষ দেবপতি
বিনাশিত হবে তাহে;—
পিতা বলি গ্রহিলা আমারে,
ভাগ্যবান আমি—
রাখ আজি পিতার সম্মান দোঁহে।

কৃষ্ণ। পিতঃ, অপরাধ নাহি কিছু মম,—
সর্ব্বজ্ঞ আপনি,

অবিদিত নাহি কিছু তোমার নিকটে,—
পারিজাতে অধিকার মম আছে,—
তবে কেন দেবপতি
দ্বারকায় পারিজাতে না করে প্রেরণ?
পুণ্যব্রত হ'লে সমাপন,
পারিজাত আসিবে স্বরগে পুনঃ।

(বেতালগণের সহিত মহাদেবের প্রবেশ)

(বেতাল সঙ্গীত)

হরিহর রূপে ভুবন উজল দেখ রে ভকত নয়নে।
শিবরূপে শিঙ্গা কৃষ্ণরূপে মুরলী ধরে বদনে॥
একরূপে দেখ শ্মশানবাসী, গলদেশে মালা অস্থিরাশি,
পুনঃ বনমালী নিকুঞ্জ নিবাসী, বিলাসী গোপিনী সদনে॥
একরূপে প্রভু সদা দিগম্বর, ভষমে লেপিত শ্বেত-কলেবর,
আর রূপে পুনঃ হের পীতাম্বর, চর্চ্চিত বপু চন্দনে॥
দেখ আঁখি ভরি ভুবনমোহন, মধুর-মূরতি মানস-রঞ্জন,
হৃদি-পুষ্পে মাখি ভকতি-চন্দন, অঞ্জলি দেহ চরণে॥

কৃষ্ণ। স্বাগত হে দেব-চূড়ামণি—
তব পদার্পণে দেব পবিত্র এ দেশ।

মহা। কোন্ দেশ পবিত্র হইবে—
মম পদার্পণে?
কৃষ্ণপদ সমাগম লভেছে যে দেশ—
সেই দেশ পরশনে
পবিত্র হইনু আমি নিজে।
কহ দেব এ বা কোন্ লীলা?

কৃষ্ণ। লীলা নহে দেখ উমাপতি,
দ্বারকায় চাহি পারিজাতে
দিনেকের তরে,—
ইন্দ্র তাহে ঘটায় বিরোধ।

মহা। রাখ ইন্দ্র কৃষ্ণের বচন—
কৃষ্ণ-বাক্য কভু মিথ্যা নহে।

কৃষ্ণ। শুন সর্ব্বজন, শুন দেবপতি,
নাহি চাহি পারিজাত চিরদিন তরে
ধরাধামে; সত্যভামা-পুণ্যব্রত হেতু
দিনেকের তরে আমি চাহি পারিজাতে।
সমুদ্র-মন্থনে উঠে পারিজাত,
অবশ্যই অধিকার আছে মম;
ভিক্ষা নাহি চাহি তব কাছে,
নিজ দ্রব্য মাগিতেছি আমি,
আপনার ব্যবহার হেতু।
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, স্বর্গে যত সুখ,
সকলি তোমার দেবপতি—
একমাত্র পারিজাত দিনেকের তরে
চাহি আমি পুণ্যব্রত-সমাপন হেতু,
কেন তুমি বিরোধী তাহাতে?
সাধুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই—
পুণ্য-কার্য্যে যোগদান,—
সত্যভামা পুণ্যব্রত করিবে ধরায়—
বাড়িবে ধর্ম্মের যশঃ অবনীমণ্ডলে—

কেন তাহে হতেছ বিরূপ ?

মহা। শুন দেবপতি,

পারিজাত হৃষীকেশে করহ প্রদান ;

কেন তুমি জ্ঞান-হারা আজি ?

জান না কি নারায়ণ পুরুষ প্রধান,—

দ্বন্দ্ব কর তাঁর সহ কাহার সাহসে ?

ইন্দ্র। শুন শম্ভু বচন আমার ;

ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান,

শচী, বজ্র, পারিজাত, নন্দন-কানন ;

স্বরগের ভূষণ(ই) ত এই ;

পারিজাত লয় যদি দেবকী-কুমার—

স্বর্গে মোর ইন্দ্রত্ব কোথায় ?

পারিজাত মরতে লইলে,

স্বর্গ-সুখ মানবে পাইবে—

স্বর্গে-মর্ত্তে হবে একাকার ;—

এ অধর্ম্ম কার্য্য কৃষ্ণ কেন করে আজি ?

কৃষ্ণ। অধর্ম্ম না করি আমি কভু ;—

পারিজাত মরতে লইলে,

স্বর্গে-মর্ত্তে একাকার কেমনে হইবে ?

পাপ-পুণ্য কিসে হয় ভবে ?

কর্ম্ম-ফলে,—কর্ম্ম-ফলে স্বর্গবাসী নর—

কর্ম্ম-দোষে নরকে নিবাস ;—

স্বর্গে মর্ত্তে একাকার হবে—

কে তোমারে কহিল এ কথা ?

দেবপতি ইন্দ্র হয়ে তুমি
কেমনে বা করিলে প্রত্যয় ?

নারদ। আরে পাগলের কথা,
পারিজাত মরতে লইলে,
স্বর্গে মর্ত্তে হবে একাকার ,—
কৃষ্ণে যারা দেখে দিবানিশি,—
তারা যদি স্বর্গ নাহি পায়,
পারিজাত কিবা স্বর্গ প্রদানিতে পারে ?

কৃষ্ণ। শুন মৃত্যুঞ্জয়, শুনহ সকলে,—
প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছি আমি ;
কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামা সতী—
অপমান করিল বাসব তাঁর,
দ্বারকায় গিয়া ইন্দ্র আজি,
স্তবে তুষ্ট করিবে তাঁহারে ;
সতীর করিয়া পূজা—
নিজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে বাসব।

নারদ। (স্বগতঃ) নারায়ণ, কত ছলা জান,
সতী অনুরূপা প্রতি
কাম-দৃষ্টি করিলা বাসব,
সতী-পূজা করায়ে তাহারে
সেই পাপ পুনঃ আজি করিবে খণ্ডন।

বৃহ। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা রবে স্থির—
শুন ইন্দ্র ধর মোর বাণী,
না কর বিবাদ, যাহ

দ্বারকায় পারিজাত লয়ে ;
কৃষ্ণ-প্রিয়া সতী সত্যভামা—
তাঁর পূজা করি,
পুরন্দর ধন্য হও আজি।

ইন্দ্র। এ কি কথা কহ দেবগুরু ?
জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ কেশব,
তার রমণীর পূজা করিব কেমনে ?
পারিজাতে দিনেকের তরে
দ্বারকায় দিব পাঠাইয়া।

কৃষ্ণ। শুন পশুপতি,
পুনরায় বাধিল বিরোধ ;
ইন্দ্র সহ কিসে মোর সম্বন্ধ-নির্ণয় ?
পৃথিবীতে কত অবতারে
কৈনু আমি জনম গ্রহণ,—
কতরূপে আবির্ভূত হয়ে
কতই অশুভ আমি করিনু খণ্ডন।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু
লয়েছিল সমস্ত ভুবন—
বধিলাম উভয়েরে, স্বর্গপুরী তবে
নিষ্কণ্টকে দেবগণ কৈলা অধিকার ;—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী বলি
লয়েছিল ত্রিভুবন, কার সুখ হেতু,
পাতালে রেখেছি তারে বাঁধি ?
দশানন, ইন্দ্রজিত—

তোমারি আশ্রিত চন্দ্রচূড়—
জান সবে, কিবা গতি করিল বাসবে,—
রাম অবতারে আমি বধিনু তাহারে ;—
ইন্দ্র সহ কি সম্বন্ধ মম ?
বুঝাও উহারে প্রভু তুমি ;
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্র-লোচন—
সতীর চরণে যদি পড়ে,
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।

ইন্দ্র। একি কথা, বুঝিতে না পারি ;—
শুন পিতঃ, শুনহ নারদ,
পঞ্চানন কর অবধান,
একি কথা বলিছে কেশব ?
আপনি করিলা তুমি সম্পর্ক-স্থাপন,
নিজে তাহা ছিন্ন কর কিসে ?
অগ্রজ বলিয়া মোরে আগে,
কিসে কর হেন অপমান ?
পারিজাতে লহ দ্বারকায়,—
কিবা প্রয়োজন মোর,
দ্বারকায় নাহি যাব আমি।

কৃষ্ণ। দ্বারকায় নাহি প্রয়োজন তব ?
সতী-পূজা না করিবে তুমি ?
যাহ খগেশ্বর এবে পাতাল ভুবনে,
বলিরে এখনি আন হেথা,
করিব তাহারে আজি স্বর্গ অধিপতি।

গরুড়। প্রভু, দয়াময়,
অদিতির সত্য, কৃষ্ণ, ভুলিলা কি আজি ?
মন্বন্তরে বলিরে করিবে
স্বরগের অধিপতি,—
কর প্রভু ক্রোধ সম্বরণ।

মহা। হে বাসব,
পাপে কলুষিত এবে হৃদয় তোমার ;—
দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণের সতী ভার্য্যা প্রতি
কাম-দৃষ্টি করিলা বাসব ;—
সতী-পূজা করহ এখন,
তবে সেই কলুষ খণ্ডিবে ;
দেবপতি না হও অজ্ঞান,—
যেই প্রভু, ইন্দ্রত্ব দিয়াছে তোমা,
তাঁর আজ্ঞা কেন অবহেল ?

ইন্দ্র। উঃ বুঝিলাম এবে,—
ক্ষম অপরাধ দেব—
পাপে মগ্ন হৃদয় আমার ;
তব কার্য্য পারিনি বুঝিতে,—
তব সহ করিয়াছি রণ !
আহা, আহা, কৃষ্ণের শরীরে
করিয়াছি অস্ত্র-বরষণ !
ক্ষম প্রভু দাস ভাবি মোরে।

কৃষ্ণ। না কহ এ হেন দেবপতি ;
চিরদিন জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ সে আমি ;

কিন্তু, সত্যভামা কেন—
কৃষ্ণ-ভক্ত যেবা,
কৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে যাহার,
সে ত ইন্দ্র, কৃষ্ণ হতে বড়।
চল এবে যাই দ্বারকায়।

(বেতাল সঙ্গীত)

সদা নাচে ভোলা ভৈরব সঙ্গে, জটে বাঁধা গঙ্গা তরল-তরঙ্গে,
শিশু সনে হরি নাচে ত্রিভঙ্গে, কিবা শোভা চূড়া-বন্ধনে ॥
প্রলয়-মূরতি ভুবন-বিনাশী, হেরি ভয়ে ভীত চরাচর-বাসী,
আর রূপে হের চারু-মুখে হাসি, নিরত বিশ্ব-পালনে ॥
দেখ আঁখি ভরি ভুবনমোহন, মধুর মূরতি মানস-রঞ্জন,
হৃদি-পুষ্পে মাখি ভকতি-চন্দন, অঞ্জলি দেহ চরণে ॥

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা—সত্যভামার গৃহ-প্রাঙ্গণ

কৃষ্ণ, ইন্দ্র, সত্যভামা, গরুড়, নারদ,

সম্মুখে পারিজাত বৃক্ষ

প্রাঙ্গণে রোপিত।

কৃষ্ণ। লহ দেবি পারিজাত—
অভিমান প্রিয়তমে হইল কি দূর ?
এক পারিজাত পাইল রুক্মিণী—
পারিজাত বৃক্ষ দেখ প্রাঙ্গণে তোমার।
ইন্দ্র আজি আইলা এ পুরে
পূজিতে তোমায় দেবি।

সত্য। স্বাগত হে দেবকুলপতি,
মর্ত্তবাসী মোরা—
কি দিয়া রাখিব মান তব ?
স্বর্গপুরে বাস কর তুমি—
মন্দাকিনী নদী তীরে, নন্দনকাননে,

অপ্সরা কিন্নরী আর বিদ্যাধরী সহ—
নিয়তই রহ তুমি প্রফুল্লতা মনে,—
তব যোগ্য সমাদর,
মানবে করিবে কিসে বল ?

ইন্দ্র। কৃষ্ণ-প্রিয়ে না বল এমন—
কৃষ্ণপদ দিবানিশি করে যে দর্শন,
স্বর্গসুখ তুচ্ছ তার কাছে ;
তব দরশনে আজি পবিত্র হইনু,—
কৃষ্ণ-প্রেম তোমার হৃদয়ে দেখি,
লক্ষ্মী তুমি, তুমি সরস্বতী—
দেবমাতা, তুমিই পার্ব্বতী—
অধো-ক্ষিতি স্বর্গ তুমি দেবি,
মোক্ষ-ফল-দাত্রী তুমি সদা ;
অনাদি-পুরুষ-প্রিয়া দেবি সত্যভামা,
তব ক্রিয়া কে জানে জগতে ?
মায়াতে মানবীরূপ ধর ;
তোমার মহিমা মাতঃ কি পারি বর্ণিতে ?
বেদপতি না বুঝিল তোমা—
পঞ্চানন আগমে না পায়—
কৃপা মোরে কর কৃপাময়ি।
তুমি স্বর্গ দিলা এ দাসেরে—
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে দেবি,
না জানিনু তোমার চরণ—
ক্ষম অপরাধ মম সতি,

তুমি শূন্য জল স্থল পৃথিবী পর্ব্বত,
সর্ব্ব গৃহে জননী-রূপিণী তুমি—
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর—
সম্পদে হইয়া মত্ত,
তব তত্ত্ব নাহি জানি মূঢ়—
না চিনিনু আপন ঠাকুর—
পদছায়া এ দাসেরে দেহ নারায়ণি।

সত্য। সুরপতি, মানবী এখন আমি,
নাহি বল এ হেন বচন—
সতী অপমান তুমি করেছ দেবেশ—
ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ-পূজা কর—
মোর পূজা এবে অকারণ।

কৃষ্ণ। তব পূজা অকারণ দেবি?
কৃষ্ণ-ভক্ত পূজা যেবা করে,
কৃষ্ণ তার বাঁধা চিরদিন।
যাও ইন্দ্র নিজ স্থানে,
পাপ তব হইল খণ্ডিত,—
কিন্তু সাবধান—
সতী অপমান কভু না কর দেবেশ,
সতী-দেহে কৃষ্ণ বিরাজিত সদা।

(ইন্দ্রের প্রস্থান)

নারদ। দেবি, সত্যভামা—
পারিজাত দ্বারকায় হইল রোপিত—
প্রতিজ্ঞা তোমার দেবি হইল পূরণ,—

কিন্তু তব পুণ্যব্রত কোথা ?

সত্য। পুণ্যব্রত আয়োজন কর দেবঋষি—
পারিজাত রবে হেথা দিনেকের তরে—
কালি ব্রত কর সমাপন।

কৃষ্ণ। আয়োজন কহ তার কিবা ?

নারদ। এক লক্ষ ধেনু, ধান্য লক্ষ কোটী—
লক্ষ কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণা আমার,—
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান—
অশ্ব রথ গজ বৃষ আর—
যাবতীয় বিপ্রগণে কর নিমন্ত্রণ—
ইহা ভিন্ন দেবি,
নিষ্ক্রয়ের কর আয়োজন।

সত্য। না চিন্তহ মুনি, নিষ্ক্রয়ের তরে—
যে ধন মাগিবে তুমি দিব।

নারদ। (স্বগতঃ) কোন্ ধন দিবে তুমি কৃষ্ণ-বিনিময়ে ?
সংসারের সার নারায়ণ,—
পৃথিবীতে তুল্য তাঁর কেবা ?

সত্য। মহামুনি বলিলা যেরূপ,
আয়োজন কর তার দ্বারকা-ঈশ্বর ;
পুণ্যব্রত সমাপন করি কালি,
পারিজাত স্বর্গে পুনঃ দিব পাঠাইয়া।

কৃষ্ণ। চিন্তা নাহি কর প্রাণেশ্বরি,—
সর্ব্ব আয়োজন তুমি পাবে—
সত্যভামা, পুণ্যব্রত কর সমাপন।

নারদ। লোক মাঝে ধন্যা হবে সতি,
দেব-পূজ্যা হবে চিরদিন—
জন্মে জন্মে গোবিন্দেরে পাবে ;
পুণ্যব্রত দেখিয়া তোমার,—
জগতের নারীগণে,
বুঝিবে সতীত্ব কিবা ধন।
সতীর মাহাত্ম্য নরে বুঝিবে নিশ্চয় ;
স্বামী আদরের মূল্য কত।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রৈবতক পর্ব্বত।

রুক্মিণীর গৃহ।

রুক্মিণী উপবিষ্ট।

(গীত)

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

কেন আজি মন উচাটন।
না পারি বুঝিতে মনে, এ আর কেমন॥
কুসুম কানন মন, যেন রে বিজন বন,
নয়নের নীর কেন, হতেছে পতন॥

না জানি কি দুঃখরাশি, পড়িবে হৃদয়ে আসি,
অলক্ষ্যে দর্পণ-তলে, ছায়ার মতন ॥
গোবিন্দ হৃদয়ে যার, দুঃখ কি আছে গো তার,
না জানি করম-ফলে, কি আছে লেখন ॥

রু। কেন আজি অশান্ত হৃদয় ?
কিছু ত লাগে না ভাল—
একি একি অস্থির অন্তর কেন এবে ?
গোবিন্দের বিরহ যাতনা
সহিয়াছি কতদিন,—
কিন্তু কভু এ ভাবের হয় নি উদয়।
কেশবেরে হারাইব যেন,—
একি ! হেন অমঙ্গল বাণী মুখে আসে কেন ?
অকস্মাৎ কেন এই ভাব ?
কে মোরে বলিয়া দিবে ?

(প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যু। মাগো মাগো সর্ব্বনাশ হয়েছে মোদের—
পিতারে হারাই বুঝি আজি—
মাতা সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলা আজি—
পুণ্যব্রত সমাপন করি কালি,
নারদে করিবে হরি দান ;—
মাগো মাগো কি হবে তা হলে ?
কেমনে ধরিব প্রাণ মোরা ?

রু। প্রদ্যুম্নরে, কি কথা কহিলি আজি তুই !
পারিজাত স্বরগ হইতে

দ্বারকায় আনিলা কেশব—
এই সে কারণে ?
সত্যভামা অভিমান হয়েছে মোচন—
পারিজাত বৃক্ষ আজি
সত্যভামা-প্রাঙ্গণে রোপিত,—
আর কেন ?
নারদে করিয়া হরি দান,
কি ফল লভিবে সত্যভামা ?
কেবা তোরে কহিল এ কথা ?

প্রদ্যু। শুনিনু এ কথা মাতঃ উদ্ধবের মুখে ;
তোমার নিকটে তিনি
এ সংবাদ দিলা পাঠাইয়া ;
কহিলেন দ্বারকায় যাইবারে তোমা।
সর্ব্বনাশ হবে দেবি কালি—
চিন্ত এর সদুপায়।

রুক্। পুণ্যব্রত করি সত্যভামা
স্বামী-দান করিবে নারদে,—
কেমনে করিবে বল ?
সত্যভামা একা ভার্য্যা নহে,—
আমরাও কৃষ্ণ-পত্নী, আমাদের ধন
সত্যভামা একা দিবে কারে ?
ভ্রান্ত আজি হয়েছে উদ্ধব ;
যাও তুমি, না চিন্তহ মনে—
যাব আমি দ্বারকায়,—

সত্যভামা স্বামী-দান করে যদি,
নিষ্ক্রয়ে করিব মুক্ত তাঁরে।

{ধ্যা}। কর মাতঃ যে হয় বিহিত।

(প্রস্থান)

রু। হরি-দান, কি মধুর কথা!
কিন্তু, কে কারে করিবে হরিদান ?
হরিদান কেবা কারে করিবারে পারে ?
পৃথিবীতে হরি নহে কার ?
ভক্তি-ভাবে ডাকে যে তাঁহারে,
তার(ই) তিনি,—কিন্তু উহু! হরির বিরহে
এ জীবন ধরিব কেমনে ?
বায়ু ছাড়া জীব কভু বাঁচে ?
মীন কভু বাঁচে জল বিনা ?
রস বিনা লতিকা শুকায় ;
কৃষ্ণ বিনা রুক্মিণীর প্রাণ কিসে রবে ?
ব্রহ্মা, মহেশ্বর যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়,
সেই নারায়ণে পাইলে নারদ,
দিবে কি সে নিষ্ক্রয় লইয়া ?
নাহি দেয় যদি,
দেবঋষি চরণের তলে, হরির সাক্ষাতে—
এ পরাণ দিব বিসর্জ্জন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—ব্রতস্থল।

পারিজাত মালায় পারিজাত বৃক্ষে কৃষ্ণ বদ্ধ
নারদ, সত্যভামা, ব্রাহ্মণগণ, উদ্ধব ও
প্রদ্যুম্ন উপস্থিত।

ধন্যা দেবী সত্যভামা!
পতিদান করিলা আমারে—
যুগে যুগে রহিবে সুখ্যাতি,
অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ তব।
ধন্যা নহে দেবী সত্যভামা,
ধন্য তুমি দেবর্ষি নারদ—
বিনা তপে হরিরে পাইলে,
মহা-পুণ্যবান তুমি—
ধন্য এই পারিজাত তরু,
ধন্য এই পারিজাত মালা,—
কিন্তু দেব,
কি হবে উপায়, আমা সবাকার?
সত্যভামা কৃষ্ণ-প্রিয়া—
রুক্মিণীর প্রাণধন হরি—
অগণন ভার্য্যা গোবিন্দের—
কেমনে ধরিবে প্রাণ আর?

হরিদাস সকলে আমরা—
দ্বারকার পশু পক্ষী কীট—
হরি-প্রেমে সবাই পাগল—
কেমনে বাঁচিবে সবে বল ?
কহ মুনি কিবা সে নিষ্ক্রয় চাহ ?
গোবিন্দেরে দেহ মুক্ত করি।

প্রদ্যু। না শুনিব কার কথা, পিতঃ,
বন্ধন তোমার দেব
না পারি দেখিতে আমি,
বন্ধন-মোচন করি তব।

কৃষ্ণ। না কর মোচন পুত্র বন্ধন আমার,
নিষ্ক্রয়ে মোচন কর আগে—
বন্ধন মোচন কর পাছে।

নারদ। কি নিষ্ক্রয় লইব তোমার ?
নাহি চাহি কোন ধন লইব তোমারে।

উদ্ধব। একি কথা মুনি ?

সত্য। কি কথা বলিছ দেবঋষি ?
কালি তুমি কহিলা যে মোরে
করিবারে নিষ্ক্রয়ের আয়োজন—
আজি কেন বল অন্যরূপ ?

নারদ। হরি-দান করিলা আমারে তুমি—
মন্ত্র উচ্চারিয়া, বিধিমতে,
পুণ্য হেতু স্বামী-দান করিলা আমারে।
নিষ্ক্রয়েতে পারি মুক্তি দিতে,

ইচ্ছা যদি মম ;
কিন্তু এবে দেখিনু ভাবিয়া,
নিশ্চয় লইয়া
হরিরে না পারি দেবি করিতে মোচন।
কি আর করিবে সত্যভামা ?
যাও সবে নিজ নিজ স্থানে,
হরি লয়ে যাই আমি এবে ;—
দক্ষিণার ধন যত—
ব্রাহ্মণে করিনু আমি দান,
ধনে মোর কিবা প্রয়োজন ?

(আনন্দে ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)

উদ্ধব। দেবঋষি, ভবিতব্য কে পারে খণ্ডিতে ?
কর তুমি কেশবের বন্ধন মোচন ;
কি অনর্থ হ'ল আজি,
দ্বারকায় হাহাকার রব,—
রুক্মিণী আসিয়া পুনঃ,
জানি না দেবকী দেবী আসি,
কি অনর্থ ঘটাইবে আজি।
কৃষ্ণে ল'য়ে কি করিবে তুমি মুনি ?
দেহ ছাড়ি গোবিন্দেরে—
দ্বারকার কর প্রাণ-দান।

নারদ। হে উদ্ধব, কৃষ্ণ-ভক্ত তুমি—
না বল এ হেন কথা,
কি করিব নারায়ণে লয়ে।

গোবিন্দের বন্ধন মোচন
করিব এখনি আমি তব অনুরোধে।
(কৃষ্ণের বন্ধন মোচন)
আভরণ ফেল নারায়ণ,—
গোপাল, এ বেশে আর কি কায তোমার ?
রাজ বেশ ত্যজি,
তপস্বী হইয়া ধর তপস্বীর বেশ,—
ভ্রমিতে হইবে এবে তপস্বীর পাছে ;
মাথার কিরীট ফেল হরি,
বিনিময়ে জটা ধর শিরে ;
কনক-মুকুতাহার ত্যজি
বনমালা এবে তুমি করহ ধারণ ;
রাজবেশ ফেল হরি পর বাঘছাল—
(হরির বেশ পরিবর্ত্তন)
বড় ভাল সেজেছে তোমারে হরি।

সত্য। একি খেলা খেল মহামুনি !
দ্বারকার অধিপতি—ত্রিভুবন-পতি
যেই কৃষ্ণ, কেন তাঁরে ধরালে এ বেশ ?
তপস্বী-হৃদয় কিগো এতই কঠিন ?
ভাণ্ডারের রজত কাঞ্চন,
রাজ-কোষে মণি মুক্তা যত,
ধনাগারে যত ধন আছে,
দ্বারকার সমস্ত বিভব,
দিব তোমা, কৃষ্ণে মুনি দেহ মুক্ত করি।

নারদ। নাহি কাজ বৃথা বাক্য-ব্যয়ে—
না দিব কৃষ্ণেরে কভু নিষ্ক্রয় লইয়া,
বিরক্ত না কর মোরে আজি।
ব্রত তুমি কৈলা সমাপন—
পুণ্য তব হইবে অক্ষয় ;
লভিয়াছি যেই ধনে,
ফিরে কভু নাহি দিব তারে।

সত্য। বুঝিলাম চতুরালি তব—
ভাঁড়াইয়া লয়ে যাও প্রাণপতি মম ;
পুণ্য মুনি হইবে আমার কিবা ?
কৃষ্ণে তুমি লয়ে যাও কোথা ?
কৃষ্ণ তোমা দিয়া—
কি পুণ্য লইয়া রব ঘরে ?
কি ছলে ছলিলে তুমি আজি—
কৃষ্ণে নিয়া পুণ্য দিবে মোরে ?
কিবা পুণ্য পার প্রদানিতে মুনি ?
কৃষ্ণ বিনা পুণ্য কোথা আছে ?
কাচ দিয়া লয়ে যাও কাঞ্চনের মালা,
শিলা দিয়া ভুলাইয়া মোরে
লয়ে যাও পরশ-রতন ?
সত্যভামা দেহ হ'তে আজি
প্রাণ তার করিছ হরণ তুমি ;
ব্রত নাহি হইত আমার—
কিবা ক্ষতি হইত তাহাতে ?

নিষ্ক্রয়ে করিবা মুক্ত কহিলা যে মোরে,
তেঁই তোমা করি স্বামী-দান।

নারদ। সত্যভামা,
সত্য-ভ্রষ্টা কভু নাহি হও ;
মন্ত্র উচ্চারিয়া মুখে, ব্রাহ্মণ-সম্মুখে,
অগ্নির সম্মুখে দেবি—
করিলা আমারে স্বামী-দান ;
ব্রত নাহি হইত তোমার, বলিছ এখন ;
কে তোমারে সেধেছিল ব্রতের কারণে ?
জিজ্ঞাসিলে পুণ্যব্রত কিবা,—
বলিনু তাহার ফল যত,
তাই তুমি প্রতিজ্ঞা করিলা দেবি,
পুণ্যব্রত সমাপন করিবে নিশ্চয়—
এবে কেন কহ আন ?
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ ?
একক দেখিয়া মোরে,
চাহ যদি বল করিবারে,
দেখাইব শক্তি মোর কত।

প্রদ্যুম্ন। কি আর দেখাবে শক্তি মুনি ?
ভস্মরাশি করিবে সবারে ?
না ডরি তোমার ক্রোধে দেব—
ফেল আমা সবে, শাপানলে ভস্ম করি ;
পিতার বিরহানলে সবে
পুড়িয়া মরিয়া হবে ছাই দিনে দিনে—

তব ক্রোধে দেবঋষি,
মুহূর্ত্তে যন্ত্রণা হবে দূর—
নিমিষে হইব ভস্মরাশি।

উদ্ধব। শুন বৎস দেখ একবার,
কৃষ্ণ-মাতা বিলম্বেন কেন ?
দেখ তুমি জননী তোমার
রৈবতক ত্যজি,
দ্বারকায় কেন নাহি আসে ?

(প্রদ্যুম্নের প্রস্থান)

নারদ। কেন আর কাঁদ সত্যভামা ?
যাও গৃহে তুমি—
কৃষ্ণেরে লইয়া এবে যাই।

সত্য। কোথা তুমি যাইবে এখন ?

নারদ। নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ—
গতি মম নাহি কিছু স্থির।

সত্য। চল মুনি তোমার সহিত
দ্বারকা লইয়া যাব আজি ;
কহিনু নিশ্চয়,
কৃষ্ণে যদি নাহি পাই,
এ পরাণ রাখিব না আর।

নারদ। বৃথা তুমি যাবে মম সহ।

(কৃষ্ণেরে লইয়া নারদের প্রস্থান ; সত্যভামা গমনোদ্যতা ও উদ্ধব কর্তৃক ধৃত)

উদ্ধব। একি একি কোথা যাও মাগো ?

কৃষ্ণ সনে জ্ঞান তব গেল ?
জান না কি নারদেরে ?
নিমেষে প্রলয় করে মুনি।
দেখ দেবি ভবিতব্য-লিপি ;
রুক্মিণী দেবকী আদি করি,
সকলেই আসিবেন হেথা ;
স্থির মনে দেখ ভাবি দেবি,—
কতদূর যাবে নারদ,
এখনি ধরিব তাঁরে সবে।

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। কই, কৃষ্ণ কই ?
রুক্মিণী-হৃদয়-কান্ত কই ?
উদ্ধবের প্রিয় সখা কোথা ?
দ্বারকার আলো কি রে অন্ধকার আজি ?
সত্যভামা, সত্যভামা,
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দেখ,—
এ ব্রত কে শিখাইল তোমা ?
কৃষ্ণ-হারা হয়ে এবে
বাঁচিবে কেমনে বল ?
দ্বারকা যে হইল নির্ব্বাণ আজি ;
উদ্ধব, উদ্ধব,
কি হইবে উপায় এখন ?
কৃষ্ণে কিসে লভিব আবার ?
উঃ অভাগিনী মোরা, মহাপাতকিনী,

তাই কৃষ্ণে হইনু বঞ্চিত—
নতুবা উদ্ধব,
কৃষ্ণধনে পায় যেই জন,
পুনঃ কি সে হয় গো বঞ্চিত তাহে?
গীত গাহিতে গাহিতে দেবকীর প্রবেশ)

বাগিণী সুরট মোল্লার—তাল আড়া।

নয়নের মণি আমার আজি রে কোথায় গেল।
কি দোষে বিধাতা মোরে, এ হেন বাদ সাধিল॥
নারদে কত যতনে, পূজি আমি প্রাণপণে,
আমার সোণার সুতে, কি দোষে হরিয়া নিল
একি ব্রতের অনুষ্ঠান, নারদেরে হরিদান,
আমারে প্রাণে বধিতে, এ ব্রত কে শিখাইল॥
হাহাকার দ্বারকায়, কাঁদে সবে উভরায়,
গোবিন্দ বিহনে হের, দ্বারাবতী শূন্য হলো॥

দেবকী। কই কোথা গোবিন্দ আমার?
রে উদ্ধব কি করিলি আজি?
সত্যভামা ব্রত তব হইল পূরণ—
কিন্তু কোন্ ব্রত? পুণ্যব্রত নহে—
পুণ্যব্রত নাহি বলি এরে—
দ্বারকা নাশের ব্রত।
কোন বাদ সাধিলি আমার তোরা?
কোথা গেল দেবঋষি?
কৃষ্ণে মোর লয়ে গেল কোথা?
জগতের প্রাণ আজি কোথা লয়ে গেল!

ওরে রে উদ্ধব,
গোবিন্দের রাজবেশ পড়ে কেন হেথা ?
বাছারে কি লয়ে গেল মুনি—
পরাইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ?
উহুঃ উহুঃ যাই প্রাণে মরি,
নারদের হৃদয় কি এতই নিষ্ঠুর—
কোন্ প্রাণে সে সুঅঙ্গে পরাইল আজি,
জটাধারী তপস্বীর বেশ ?
কৃষ্ণ অঙ্গে গিয়া
রাজবেশ হইত উজ্জ্বল—
সেই অঙ্গে রে উদ্ধব কেমনে দেখিলি
সন্ন্যাসীর হীন বেশ ?
মরি মরি পোড়া প্রাণ কেন রহে দেহে ?
চল রে উদ্ধব, চল সত্যভামা—
রুক্মিণি চলহ মোর সাথে—
দেখিব সে গেল কতদূর,
কৃষ্ণ ধনে দিব না কখন,—
প্রাণ দিব নারদের পায়ে আজি।

(সকলের প্রস্থান)

—০✿✿✿০—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

নারদ ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মুনিবর, বৈস এইখানে—
দেবকী জননী আদি করি
সকলেই আসিবেন হেথা।

নারদ। যথা ইচ্ছা তব প্রভু।

(উপবেশন)

উদ্ধব, সত্যভামা, রুক্মিণী, দেবকী ও
প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

দেবকী। দেবঋষি, কোথা যাও কৃষ্ণে লয়ে মোর?
কে তোমারে কৈল হরি-দান?
কার ধন কে কাহারে দিল?
আহা, আহা, কৃষ্ণের এ বেশ!
শুকাইয়াছে চাঁদ মুখ, আহা মরে যাই;
নারদ, নারদ,
নাহি দিব কৃষ্ণে লয়ে যেতে।
লহ মুনি আমা সবাকার প্রাণ আগে—
কৃষ্ণ ধনে লয়ে যাও পাছে।

রুক্মিণী। কৃষ্ণ সহ দ্বারকার যত নর নারী
হইল তোমার মুনি—

কৃষ্ণে লয়ে যাইবে যথায়,—
আমরাও যাব পাছে পাছে।

নারদ। কেন বৃথা আইলা হেথায়.?
শুনহ রুক্মিণি দেবি, শুন গো দেবকি?
উদ্ধব, তুমিও শুন,
কোথা ছিলে সত্যভামা যবে,
করিলে আমারে হরি-দান ?
না আইলা ব্রতস্থলে—
কেন এবে করহ বিরোধ ?

দেবকী। ব্রত-স্থলে না আইনু,
কিবা দোষ তাহে মুনি বল ?
আমাদের ধনে—
সত্যভামা কোন্ অধিকারে
দিয়াছে তোমারে মুনি ?

নারদ। অধিকার না চাহি বুঝিতে,—
সত্যভামা কৈলা স্বামী-দান,
বিধিমতে, মন্ত্র উচ্চারিয়া দেবি,
পুণ্যফল করিতে অর্জ্জন—
লয়ে যাই গোবিন্দেরে তাই,
চুরি করি কৃষ্ণে নাহি লই।

রুক্মিণী। সত্যভামা দিল তোমা হরি,
ভাল কথা,
আমরাও সঙ্গে যাব তব ;—
দেবঋষি, কৃপা করি—

কৃষ্ণ সহ আমাদের লহ।

নারদ। না লইব তোমাদের, দেবি,
তোমাদের লয়ে,
কোন্ প্রয়োজন মম?

উদ্ধব। অবধান কর মুনি বচন আমার।
পুণ্যব্রত ইন্দ্রাণী করিলা যবে,
অগ্নি-প্রিয়া স্বাহা দেবী,
হর-প্রিয়া উমা পুনঃ সে ব্রত করিলা,—
স্বামী-দান করিলা তোমারে সবে,—
স্বামীরে সবার
ফিরাইয়া দিয়াছ ত তুমি,
উপযুক্ত নিষ্ক্রয় লইয়া,—
কেন তবে আজি, কহ মহামুনি,
কোন্ অপরাধে দেব,
গোবিন্দেরে না কর মোচন?

নারদ। বাতুলের মত,
উদ্ধব কি কথা কহ আজি?
সর্ব্বভোজী হুতাশন—
প্রচণ্ড কিরণ তাঁর চারি মুখে ধরে—
কি করিব তাঁহারে লইয়া?
তাই দিনু ফিরাইয়া তাঁরে।
উমাপতি সদাই পাগল,
বলদ বাহন তাঁর, গলে হাড়-মালা—
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ভস্মরাশি,

শিরে তাঁর ভুজঙ্গ ভূষণ,
নিরন্তর ভূত প্রেত সহচর তাঁর,
এ হেন পাগলে লয়ে বল,
কোন্ উপকার মম হইত সাধন ?
তেঁই সে কারণে—
না লইনু তাঁরে আমি অবহেলা করি।
শচীপতি দেবপতি, সহস্র-লোচন,
স্বর্গ তাঁর লীলা-ভূমি—
মন্দাকিনী নদী তীরে নন্দন কাননে,
অপ্সরা কিন্নরীগণ সহ,
চিরদিন করেন বিহার ;
অমৃত পানীয় তাঁর সদা ;
বিভব কতই তাঁর,—
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা বাহন তাঁহার—
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে,—
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি ঘুরি ত্রিভুবন,
কি করিব তাঁহারে লইয়া ?
কোথা পাব অমৃত যে পিয়াইব তাঁরে ?
কোথা পাব ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা হয় ?
কোথা পাব নন্দন-বৈভব ?
তেঁই আমি না লইনু তাঁরে।
কিন্তু হে উদ্ধব দেখ চাহি—
কৃষ্ণরূপে নাহি পাই সীমা—
নহে ত অধিক—

তেজঃ যুক্ত শরীর গঠন,—
যথায় যাইব তথা সঙ্গে লয়ে যাব ;
সেবক হইয়া রবে মোর সাথে সদা।

দেবকী। কিবা কথা কহিছ নারদ ?
দ্বারকা ঈশ্বর কৃষ্ণ সদা সুখ-ভোগী ;—
ইন্দ্রে যদি না লইলা তুমি,
কেন লহ গোবিন্দেরে ?
পায়ে ধরি, শুন মহামুনি,
নারী-হত্যা নাহি কর আজি—
নিশ্চয় শুনহ মোর বাণী,
কৃষ্ণে যদি নাহি দেও ফিরাইয়া—
ত্যজিব পরাণ তব পায়ে।

রুক্মিণী। নারদ, নিষ্ঠুর এতই তুমি কেন ?
পূজিতে কৃষ্ণেরে তুমি আগে—
আজি তাঁরে করিবে সেবক তব ?
সেবকের প্রয়োজন যদি তব,
কহ দেবঋষি,
দ্বারকার যত নর নারী
রবে তব সেবক হইয়া।
সুখী সদা দ্বারকা ঈশ্বর—
কি হইবে লইয়া তাঁহারে ?

নারদ। কেন মিছা বাড়াও বিবাদ ?
সদা সুখ-ভোগী কৃষ্ণ ?
কি জানিবে তুমি ভোজবালা ?

জান না ত কৃষ্ণের চরিত ;
ব্রজধামে কি করিত ? জিজ্ঞাস কৃষ্ণেরে,—
নন্দ গৃহে আছিল যখন,
ধেনু চরাইত নিত্য—
শ্রীনন্দের বাধা সে বহিত—
রাজ-ভোগী জন—
এতেক সামর্থ্য পায় কোথা ?
একা হরি গোবর্দ্ধনে করিল ধারণ ;
বিষনাশী মন্ত্র জানে হরি,
নহিলে কি কালীদহে কভু
ঝাঁপ দিয়া বাঁচে গো সে পুনঃ ?
কালীয় নিস্তেজ এবে
গোবিন্দের মন্ত্রৌষধিগুণে ;
ত্রিভুবনে নানা স্থানে ঘুরি—
পর্ব্বতে কাননে যাই কভু,
আছে তথা সর্প-ভয়,—
হরি যদি দাস ভাবে থাকে সদা,
ভীতি কিছু না রহিবে আর।
যাও চলি সবে,
গোবিন্দেরে না ত্যজিব কভু,
শুনহ রুক্মিণি,
গোবিন্দেরে পূজিতাম আগে,
এবে কেন চাহি দাস ভাবে ?
পূজিতাম গোবিন্দে যখন

গোবিন্দ আছিলা তবে দ্বারকা ঈশ্বর;
সত্যভামা দিলা মোরে যবে,
হরি তবে আমার(ই) হইল;
যাহা ইচ্ছা করিব তাহারে;
নহে সে ত দ্বারকা ঈশ্বর আর।

দেবকী। দেহে প্রাণ রহে আর কেন?
কৃষ্ণ যদি গেল,
পোড়া প্রাণ চাহি না ধরিতে—
উদ্ধব, উদ্ধব, কি দেখিছ,
দ্বারকার প্রাণ আজি গেল—
যদুবংশ রহিল না আর।

(মূর্চ্ছিত)

রুক্মিণী। দেবঋষি,
এই ছিল তোমার হৃদয়ে?
কি বজ্রে গঠিত প্রাণ তব?
কৃষ্ণ নহে দ্বারকা ঈশ্বর?
কৃষ্ণ তব সেবক এক্ষণে?
নারদ, নারদ,
কোন্ কালে কৃষ্ণ নহে ব্রাহ্মণের দাস?
পুণ্য-চিত্ত কৃষ্ণ-ভক্ত যেবা,
কৃষ্ণ সদা সেবক(ই) ত তার,—
নহিলে নারদ,
ভৃগু-পদ-চিহ্ন কি গো কৃষ্ণ বক্ষে ধরে?
জান তুমি সব(ই), কিন্তু আজি,

আমাদের অদৃষ্টের দোষে—
হতেছ বিরূপ তুমি।
এস সত্যভামা,—
কৃষ্ণ যদি গেল,
এ পরাণ না রাখিব আর—
প্রদ্যুম্নরে, কৃষ্ণ-হারা হয়ে
এ জীবনে ফল কিবা বল ?

(মূর্চ্ছিত)

প্রদ্যুম্ন। মাগো, মাগো, একি হ'ল!
দেবঋষি, চক্ষে আমি না পাই দেখিতে—
উঃ!

(মূর্চ্ছিত)

উদ্ধব। একি! একি! প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত ?
আর তবে পোড়া প্রাণ রহে কেন দেহে ?

(মূর্চ্ছিত)

সত্যা। দেবঋষি, কি বলিব তোমা ?
কহিতে বচন নাহি সরে,—
চিরকাল তরে,
উছলিল দ্বারকায় ক্রন্দনের রোল,
দশদিক শূন্য হল আজি—
শূন্য আজি দ্বারকা নগর ;—
গৃহে আর না যাইব ফিরে—
প্রাণ দিব তোমার চরণে।

কি কঠিন পরাণ তোমার ঋষি,—
এত নর-নারী-তপ্ত-নয়ন-সলিলে—
নাহি গলে পাষাণ হৃদয় ;
পুণ্যব্রত করাইলা তুমি—
এই পুণ্য হইল আমার ?
নীর-লোভে মৃগী ধাইল যেমন,
ব্যাধ হয়ে শর দিলা বুকে ?
অভাগিনী চাতকিনী আমি,
পিপাসায় জ্ঞানশূন্য হয়ে,
চাহিলাম মেঘ পানে—
রে নিষ্ঠুর বিধি, কি করিলি
কুলিশ হানিলি মোর শিরে ?
মরণের দুঃখ নাহি কিছু—
কৃষ্ণের সম্মুখে,
হাসিতে হাসিতে আমি ত্যজিব জীবন—
কিন্তু এই মনে বড় লয়—
কি জানি বা দাসীর বিহনে—
প্রাণেশের দুঃখ যদি হয়।
দ্বারকার মরণ হইবে আজি—
এ নগর নাহি ত্যজ মুনি,
কৃষ্ণে লয়ে রহ এই দেশে ;
দেখিও চাহিয়া, মুনি,
আমাদের ভস্মরাশি, করিও স্মরণ—
গোবিন্দেরে লভিলা কিরূপে তুমি ;

উঃ ! প্রাণে আর সহন না যায়।

(মূর্চ্ছিত)

কৃষ্ণ। আর কেন ?
নারদ, ছাড়হ এবে মায়া ;
দেখ আজি ইহাদের দশা।

নারদ। ভুঞ্জুক কর্ম্মের ফল ;
তোমারে ত্যজিয়া প্রভু
ব্রত-ফলে দিল কেন মন ?

কৃষ্ণ। সকলি ত আমার(ই) লীলা,—
মূর্চ্ছিত সকলে দেখ,
শরীরে নাহিক প্রাণ হেন লয় মনে ;
যোগ-বলে আত্মা দেহ মুনি
সবার শরীরে।

নারদ। যোগ-বল কিবা আছে মম ?
কিবা যোগ জানি হৃষীকেশ ?
পদ্ম হস্তে করহ পরশ প্রভু,
করিবে চৈতন্য লাভ সবে।

(কৃষ্ণের স্পর্শ ও সকলের চৈতন্য লাভ)

নারদ। শুন সর্ব্বজন,
শুনহ রুক্মিণি দেবি তুমি,
শুন সত্যভামা—
একমাত্র উপায় ইহার, কহি শুন।
তুলা-দণ্ডে গোবিন্দেরে করিয়া ওজন—
তাঁর সম ধন দেহ মোরে।

অধর্ম্ম না হইবে তোমার তাহে,
পাবে তুমি ব্রত ফল দেবি।

সত্য। কি বলিব দেবঋষি,—
চল তুমি মোর সাথে—
দিব ধন তব ইচ্ছা মত;—
দ্বারকার প্রাণ দিলে আজি তুমি!

রুক্মিণী। চল মুনি, বিলম্বে কি কাজ?
ধনাগারে প্রভূত রতন—
সমস্তই দিব তোমা।

দেবকী। চল মুনি—
বিনা মূল্যে রহিনু বিক্রীত তব;—
প্রাণ তুমি দিলে আমা সবে।

নারদ। চল তবে—
(স্বগতঃ)
কিবা ধন দিবি রে পাগল তোরা?
কৃষ্ণ সম কিবা ধন আছে?

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকাপুরী—সত্যভামার প্রাঙ্গণ।

তুলা-দণ্ড স্থাপিত।

সম্মুখে রজত, কাঞ্চন ইত্যাদি। নারদ, কৃষ্ণ,
সত্যভামা, রুক্মিণী ও
উদ্ধবের প্রবেশ।

সত্য। তুলা-দণ্ড হয়েছে স্থাপিত মুনি,
দেহ তুমি গোবিন্দেরে তুলি।

(নারদ কর্তৃক কৃষ্ণ তুলা-দণ্ডের একদিকে স্থাপিত,
—অপরদিকে রত্ন ধনাদি স্থাপন)

নারদ। আরও ধন আন সত্যভামা।

রুক্মিণী। দেহ দেবি যত রত্ন আছে—
আনহ উদ্ধব রত্নাগার হতে—
যত আছে হীরক কাঞ্চন ;

(উদ্ধবের প্রস্থান)

চিন্তা নাহি কর মহামুনি—
রাজ-ধনাগারে যত ধন আছে দিব,
তাহাতে না হয় যদি—
দ্বারকার যত প্রজাগণ—
সকলেই নিজ নিজ ধন দিবে।

(উদ্ধবের রত্নাদি লইয়া প্রবেশ ও তুলা-
দণ্ডে স্থাপন)

নারদ। দেখহ সকলে—
সত্যভামা, তুলা-দণ্ডে দেখহ চাহিয়া—
বহু ধন বাকী এবে।

উদ্ধব। রাজকোষে রজত কাঞ্চন যত ছিল,
সকলি এনেছি দেবি, হীরা মুক্তা আদি,—
কি হবে উপায় এবে ?

রুক্মিণী। কি হবে উপায় ?
দ্বারকার প্রজাগণ হতে,
হীরা, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন, আন সব।
কহ, অল্প দিনে,
চতুর্গুণ লভিবে তাহারা।

(উদ্ধবের প্রস্থান)

নারদ। রাজকোষে যত ধন ছিল,
সকলি ত আনিয়াছে হেথা ;
দ্বারকায় কত ধন আছে ?
যত ধন দিয়াছ তুলায়—
শত গুণ চাহি আরো তার,
এত ধন পাবে কোথা সত্যভামা ?

সত্য। দেখ মুনি পাই কোথা হতে ?
না চিন্তহ মনে তুমি—
প্রদ্যুম্নেরে কহিয়াছি আমি—
দ্বারকায় করিতে ঘোষণা এই কথা ;

দ্বারকার যাবতীয় ধন,
আসিবে এখনি হেথা ;—
কত ধন লাগিবে গো আর ?
গোবিন্দ কতই ভারি হবে ?

নারদ। দেখ দেবি কৃষ্ণের মূরতি—
অপরূপ রূপ কিবা সুগোল সুন্দর—
পৌরুষ-ব্যঞ্জক কিবা,—হেন অবয়বে
অবশ্যই হবে ভারি—
বহুধন লাগিবে এখন(ও)।

(ধন লইয়া উদ্ধব ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ ও স্থাপন)

প্রদ্যুম্ন। একি হল !
দ্বারকার যত অর্থ ছিল,
সকলি ত এনেছি আমরা—
তবু নহে পিতার সমান ?

নারদ। (স্বগতঃ) আরে রে বালক—
পিতার সমান তোর কিবা আছে ভবে ?
(প্রকাশ্যে) কি হবে উপায় এবে বল সত্যভামা—
বলিলা যে নিষ্ক্রয়ের কথা —
এই কি নিষ্ক্রয় তব ?
চল কৃষ্ণ, লয়ে যাই তোমা—
মহিষীরা তব,
নিষ্ক্রয়ে করিতে মুক্ত নারিল তোমারে।

রুক্মিণী। রহ মুনি ক্ষণকাল ;
(প্রদ্যুম্নের প্রতি)

যাঁও বৎস তুমি—
আগার ভবনে যাও, সত্য[illegible]হ,—
শ্রীকৃষ্ণের মহিষী যতেক আছে,
যাও তুমি সবার ভবনে,—
অলঙ্কার যত আছে যার,
লয়ে এস এইখানে।

(প্রদ্যুম্নের প্রস্থান)

উদ্ধব। (স্বগতঃ)
অগণন কৃষ্ণের মহিষী ;—
সবাকার যত অলঙ্কার,
তুলাদণ্ডে দিলে চড়াইয়া—
অবশ্যই সমতুল হবে।

রুক্মিণী। মুনি, কিবা মায়া করিছ প্রকাশ ?
নতুবা অপূর্ব্ব কথা, এই ধন রাশি—
গুরুত্বে কৃষ্ণের তুল্য নহে ?
লহ তুমি এই সব ধন,
আমাদের যত অলঙ্কার,
সব তুমি লহ মহামুনি,
কৃষ্ণধনে ভিক্ষা দেহ প্রভু।

(অলঙ্কার লইয়া প্রদ্যুম্নের প্রবেশ ও
তুলাদণ্ডে স্থাপন)

সত্য। কি হইল, কি হইল আজি!
নিতান্ত কি কৃষ্ণে হারাইনু মোরা ?
হা কপাল, ভাবি নাই মনে যাহা,

ঘটিল কি তাই এত দিনে ?

নারদ। কেন মিছা করহ রোদন, সত্যভামা ?
এই মুখে উপেন্দ্রাণী বল আপনারে ?
রত্ন দিয়া সমতুল করি—
উদ্ধারিতে নারিলা স্বামীরে।
শিশুপ্রায় কেন মিছা করিছ রোদন ?
জানিলাম এবে,
ধন দিতে না পারিবে তুমি।
হেন ব্রত হেন জন করে কি কারণ ?
উঠ কৃষ্ণ, চল মোর সাথে।

রুক্মিণী। কি নির্দ্দয় তুমি দেবঋষি—
দেব-হিয়া এত কি কঠিন ?
রাজকোষে যত অর্থ ছিল—
দ্বারকার সমুদয় ধন—
দেখ ঋষি আমাদের যত অলঙ্কার—
সমস্তই দিয়াছি আনিয়া,—
দেহ দেব কৃষ্ণে মুক্ত করি ;
কৃষ্ণধনে আমা সবে না কর বঞ্চিত।

নারদ। কেন মিছা কর বাক্যব্যয় ?

(তুলা-দণ্ড হইতে ধনাদি অপসৃত করণ)

উদ্ধব। (স্বগতঃ) একি ভাব দেখিতেছি আজি !
এ বিপুল ধন রাশি—
না হইল কৃষ্ণের সমান !
উঃ ! বুঝিলাম এবে—

বিশ্বম্ভররূপ হরি করেছে ধারণ ;—
এতক্ষণে হইল স্মরণ—
কতদিন কহিলা গোবিন্দ মোরে,
কৃষ্ণ-নাম বিনা,
কৃষ্ণ হ'তে বড় নাহি আর।
(প্রকাশ্যে) শুন দেবঋষি,
না লহ কৃষ্ণেরে তুমি—
আমি দিব কৃষ্ণসম ধন ;—
কৃষ্ণ হতে বড়—
হেন রত্ন দিব গো তোমারে আজি।

নারদ। উদ্ধব রে, কি দিবি আমারে ?
এক এক বিশ্ব যাঁর এক লোম-কূপে—
কোন দ্রব্য দিবি তাঁর সম ?

উদ্ধব। রহ মুনি ক্ষণকাল—

(উদ্ধবের প্রস্থান)

রুক্মিণী। কিবা রত্ন পাইবে উদ্ধব,
কোথা হতে কিবা ধন দিবে ?
অভাগিনী পাতকিনী রমণী আমরা—
কৃষ্ণধনে হারাইনু তেঁই।
ভাল ব্রত কৈলি সত্যভামা—
জগতে ঘোষণা রবে চির—
পুণ্যব্রত এ ব্রতের নাম ?
দেবঋষি,
এ ব্রতের এ নামকে দিল বল ?

হরিদান করিয়া তোমারে,
কি পুণ্য লইয়া রব মোরা ?

(তুলসী পত্র লইয়া উদ্ধবের পুনঃ প্রবেশ)

উদ্ধব। শুন দেবঋষি,
তুলা হতে সব রত্ন দেহ ফেলাইয়া,—
ক্ষুদ্র এই ধন, দেখ মোর হাতে—
কৃষ্ণ হতে গুরুতর হবে—

(তুলা দণ্ডে তুলসী-পত্র স্থাপন ;—তুলসী পত্র কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরুতর হওয়ায় তুলাদণ্ডের সেই দিকের অবনতি)

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

পুষ্পবৃষ্টি কর দেবগণ—
জগতের লোকে—
বিস্মিত হইয়া দেখ আজি ;
দেখ দেবঋষি—
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তিধারী দেখ নারায়ণে—
দেখ মোর সামান্য রতন—
কৃষ্ণ-নাম লেখা দেখ তুলসীর পাতে—
কৃষ্ণ-নাম দেখ সর্ব্বজন,
কৃষ্ণ হ'তে হৈল গুরুতর।
লহ মুনি তুলসীর পাতে—
জগন্নাথে দেহ ফিরাইয়া।

নারদ। (উদ্ধবকে আলিঙ্গন করিয়া)
রে উদ্ধব, কৃষ্ণধনে তুই সে বুঝিলি ;
কৃষ্ণ-নাম কিবা গুণ ধরে,

বেদে নাহি পারে সীমা দিতে,
পরম বৈষ্ণব তুমি,
তুমি জান কৃষ্ণের মহিমা,—
আশীর্ব্বাদ করি—
জন্মে জন্মে এইরূপ কৃষ্ণে থাকে মন।

উদ্ধব। মুনিবর, কৃষ্ণ-তত্ত্ব কিবা জানি—
অবোধ অজ্ঞান আমি,—
প্রভু মোরে আপনি কহিলা কতদিন,
কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণ নাম বড় ;
সেই কথা হইল স্মরণ আজি—
তেঁই দেব কৃষ্ণে পুনঃ পাই।

নারদ। আহা ! কত খেলা আজি খেলিলা কেশব,
ব্রহ্মাণ্ডের লোক, চিত্ত দৃঢ় করি,—
কৃষ্ণ-নাম জপ সবে—
পাপ তাপ রবে না জগতে,—
নামের মাহাত্ম্য ভবে করিতে বিস্তার.
অপূর্ব্ব এ লীলা আজি হৈল প্রকাশিত ;
বাড়াইতে নামের গৌরব—
আপনি শ্রীহরি হৈলা লঘু।
হে উদ্ধব, দেহ মোরে,
দেহ ঐ তুলসীর পাতে।
(তুলসী পত্র লইয়া হৃদয়ে ও মস্তকে স্থাপন)
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)
কর আশীর্ব্বাদ প্রভু,

এই নাম যেন,
চিরদিন রহে এ হৃদয়ে।

কৃষ্ণ। পরম ভকত তুমি মুনি—
তোমাতে আমাতে কিছু নাহিক প্রভেদ।
শুন দেবঋষি,
কৃষ্ণ-ভক্ত-দেহ মাঝে কৃষ্ণ সদা রহে—
ভক্তি সহ কৃষ্ণ নাম যে করে স্মরণ,
পাপ তাপ দূরে যায় তার—
(সত্যভামার প্রতি)
দেবি, এই তত্ত্ব আজি
শিখাইলা লোকে তুমি।

সত্য। শিখাইনু আমি প্রভু ?
কিবা তত্ত্ব জানি আমি নাথ ?
কিবা তত্ত্ব শিখাইব লোকে ?
তব তত্ত্ব জান তুমি নিজে—
দয়াময়, নিজ তত্ত্ব করিলা প্রকাশ আজি।

নারদ ও উদ্ধবের গীত।
(কীর্ত্তনের সুর)

দেখ রে আজি জগৎবাসী, অখিল-ভুবন-কলুষনাশী
(হরি) আপনি হইলা লঘুয়া।
পাপে মগন দেখিয়া ভুবন, কি খেলা খেলিলা নারায়ণ,
জগৎ হিতের লাগিয়া।
আনন্দ-হিল্লোলে পূরিয়া দেশ, দূর করল পাপ অশেষ,
(হরি) নাম-প্রেম-অমিয়া।

বিশ্ববাসী পূর্ণকাম, আনন্দে সেই মধুর নাম,
(সবে) গাও পরাণ ভরিয়া ॥

সমাপ্ত